ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-133 ■ 12 February, 2026 ■ আগরতলা ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৯ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগামী ১০ বছরে ভিবি জি রাম জি প্রকল্পে ব্যয় হবে ১০ লাখ কোটি ঃ চৌহান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। গ্রামীণ ভারতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী দশ বছরে ভিকশিত ভারত—গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আয়জীবিকা মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পের আওতায় মোট ১০ লাখ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষি, কৃষক কল্যাণ ও গ্রামীণ উন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

আজ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ভিবি-জি রামজি প্রকল্পে সংক্রান্ত এক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, এই প্রকল্প গ্রামীণ ভারতের জন্য একটি সমন্বিত রোডম্যাপ, যা ভিকশিত ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সমাজের সব স্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পরিকল্পিত এই কর্মসূচি গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, ভিবি-জি রামজি প্রকল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিজন শ্রমিকের জন্য বছরে ১২৫ দিনের কাজের নিশ্চয়তা, যা আগের ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। তিনি আরও জানান, গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য ১,৫১,২৮২ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি অর্থ কমিশনের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৫৫,০০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। এর ফলে আগামী পাঁচ বছরে মোট বরাদ্দ দাঁড়াবে ২ লাখ কোটি টাকারও বেশি। চৌহান বলেন, ভিবি-জি রামজি প্রকল্পের আওতায় আগামী পাঁচ বছরে দেশের গ্রামীণ এলাকায় প্রায় ১০ লাখ কোটি টাকা ব্যয় হবে। দেশে বর্তমানে ২.৮৬ কোটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে এবং প্রতিটি পঞ্চায়েত এই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ বাংলাদেশে ভোট

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০২৪ সালের জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনে সরানোর পরে প্রথমবারের মতো দেশ ভোট দিচ্ছে নতুন সরকারের জন্য। তবে নির্বাচন শুধুই ক্ষমতার লড়াই নয়। ভোটাররা "জুলাই চাটার" সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নেবেন, যা সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব। ২৯৯টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শেষ মুহূর্তের তিনটি ফ্যাক্টর নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করতে পারে। প্রথমত, প্রায় অর্ধেক ভোটার এখনও অনিশ্চিত। আনুমানিক ৪৮ শতাংশ ভোটার এখনও সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি। এই অনিশ্চিত ব্লকই অনেক নির্বাচনী আসনের ফলাফলের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। দ্বিতীয়ত, নিম্ন ভোটহার জামাতের জন্য সুবিধাজনক। ধীরগতি, দীর্ঘ ভোট প্রক্রিয়া এবং অপ্রত্যাশিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ভোটারকে প্রভাবিত করতে পারে। ৬৫-৬৮ শতাংশ ভোটহার বিএনপি-কে সুবিধা দেবে, কিন্তু ৫৩-৫৮ শতাংশ হলে জামাতের সমিতি সুবিধা পেতে পারে। তৃতীয়ত, মহিলা ও প্রবীণ ভোটারদের অংশগ্রহণ কমে যাওয়া। দীর্ঘ ভোট প্রক্রিয়া ও সহিংসতার ভয় অনেক মহিলা ও প্রবীণ ভোটারকে বুথে যেতে বাধ্য করবে না, যা ভোটের প্রভাবকে বাড়াতে পারে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, শেষ মুহূর্তের এই ফ্যাক্টরগুলো এক দলের সুবিধা অন্য দলের তুলনায় বাড়াতে পারে। যেই দল এসব অনিশ্চিত ভোটারকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করার অভিযোগে বাজেট বির্তকে মোদিকে আক্রমণ রাহুলের

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি।। ভারতের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ তুলে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বুধবার লোকসভার বাজেট বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওপর তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, ভারত—যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য কাঠামোর কারণে কেন্দ্র দেশের কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও ডিজিটাল স্বার্থ দুর্বল করেছে। বাজেট আলোচনায় গান্ধী বলেন, প্রধানমন্ত্রী "চাপের মধ্যে" আছেন মনে হচ্ছে এবং সরকারের নীতি জাতীয় স্বার্থ হেফাজতে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি যুক্তি দেন, ভারত একটি ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীল বৈশ্বিক পরিবেশে প্রবেশ করছে, যেখানে শক্তি, অর্থনীতি এবং প্রযুক্তিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ব্যর্থ দাবি করেন তিনি। অর্থনৈতিক জরিপ উদ্ধৃত করে গান্ধী বলেন, বৈশ্বিক রাজনীতিতে মার্কিন আধিপত্য থেকে চীনা ও রাশিয়ার জড়িত বহু-মুখী কাঠামোর দিকে পরিবর্তন ঘটছে, যা অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

গান্ধী বলেন, ডেটা ও শক্তি নিয়ন্ত্রণ না করে এআই নিয়ে আলোচনা করা ঠিক তেমন, যেমন জ্বালানি ছাড়া দহন ইঞ্জিন নিয়ে আলোচনা করা। বাজেটে ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি স্বীকার করা হলেও কোনও কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, বর্তমান শুল্ক কাঠামো মার্কিন পণ্যকে সুবিধা দিচ্ছে, যা ভারতীয় শিল্পকে অসুবিধায় ফেলেছে। শক্তি নীতি নিয়ে গান্ধী বলেন, ভারতের তেলের ক্রয় সিদ্ধান্ত বাইরের নজরে আসতে পারে এবং নিয়ম না মানলে শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপের ঝুঁকি রয়েছে। এর ফলে দেশের কৌশলগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। সমালোচনা সংক্ষিপ্ত করে গান্ধী বলেন, সরকারের সিদ্ধান্ত ভারতের আলোচনায় অবস্থান দুর্বল করেছে।

বিরোধীরা রাম-এর অর্থ বুঝতে অপারগ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। গ্রামীণ ক্ষেত্রে উন্নয়ন নীতিকে কেন্দ্র করে এবং দুর্নীতি রোধ করার জন্য ভিবি — জি রাম জি আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। আজ আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের উপস্থিতিতে 'বিকশিত ভারত — জি রাম জি আইন --- ২০২৫' প্রণয়ন উপলক্ষে জনপ্রতিনিধি সম্মেলন এবং বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও লাভার্থী সম্মাননা অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্বে যখন এই নয়া বিভি — জি রাম জি আইন চালু হয়েছিল, তখন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ভুল তথ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য কাজ শুরু করেছিল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই নতুন আইন গ্রামীণ উন্নয়নের নীতিকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল, কিন্তু বিরোধীরা নীরব ছিলেন। আমরা যদি গ্রামের উন্নয়ন না করতে পারি, তাহলে রাজ্য ও দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবিরাম কাজ করে চলেছেন। তিনি সবসময় বলেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস'। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকরাই একে অপরের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত ঃ ডা. মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ উদয়পুর, ১১ ফেব্রুয়ারি।। সাংবাদিক যদি অপর সাংবাদিকের সঙ্গে অশোভনীয় আচরণ করেন সে ক্ষেত্রে কিছু বলার নেই। বর্তমানে সাংবাদিকরা একে অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত। তবে এই বিষয়টি সাংবাদিক মহলের অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। উদয়পুরে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এভাবেই প্রতিক্রিয়া জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাংবাদিক সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও পেশাগত শালীনতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বর্তমানে সাংবাদিকদের মধ্যেই পারস্পরিক বিবাদ ও ঝগড়ার ঘটনা সামনে আসছে। সাংবাদিকদের মধ্যে যদি এ ধরনের অশোভন আচরণ ঘটে, তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এদিন তিনি আরও জানান, উদয়পুরে প্রতিবাদী কলম পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যে আচরণের অভিযোগ উঠেছে, সে বিষয়ে পুলিশকে সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, সাংবাদিকরাই যদি একে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ দেশব্যাপী ধর্মঘট

পূর্ণ সমর্থন কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাককে সমর্থন জানিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ধর্মঘট সফল করার লক্ষ্যে বুধবার সংযুক্ত কিষান মোর্চার উদ্যোগে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়।

মিছিল থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব ও আত্মসম্মান রক্ষা, কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষা, এবং ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকার সঙ্গে প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের দাবি জানানো হয়। সংগঠনের নেতৃবৃন্দের দাবি, এই চুক্তিগুলি কার্যকর হলে দেশের কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এদিনের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পবিত্র কর বলেন, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার দাবিতেই দেশব্যাপী এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। তিনি আগামীকালের সাধারণ ধর্মঘটে সকল স্তরের মানুষকে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। সংযুক্ত কিষান মোর্চা জানিয়েছে, ধর্মঘটকে সর্বাত্মকভাবে সফল করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার ও সংগঠনের কাজ জোরদার করা হয়েছে।

এদিকে, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করল এআইটিইউসি ও সর্বভারতীয় কিষাণ সভা (এআইকেএস)। বুধবার আগরতলার ঝুনু দাস ভবনে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানানো হয়। সংগঠনের নেতৃত্বরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামেদের বনধ অগ্রগতিতে বাধা মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। *বামপন্থী ১০টি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা সর্বভারতীয় বনধের তীব্র বিরোধিতা করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। আগামীকাল কর্মচারিদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ের দাবিতে ডাকা এই বনধ প্রসঙ্গে* ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির সঙ্গে ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের নির্দেশ সুপ্রিমকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। ভিলেজ কমিটির নির্বাচন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। আসন্ন এডিসি ভোটের সাথেই ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের নির্দেশ দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। আজ সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে এই তথ্য জানান তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্ট বার কাউন্সিল নির্বাচন ১৪ই গণনা ২১শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার কাউন্সিল নির্বাচন আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ভোট গণনা হবে ২১ ফেব্রুয়ারি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার এস সি দাস।

তিনি বলেন, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরা হাইকোর্ট চত্বরে মোট ৭ টি বুথ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০শে জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধের ডাক, আত্মসমর্পণকারী বৈরীদলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। দুই দফা দাবিতে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠন ত্রিপুরা গেরিলা রিটার্নড ডিমান্ড কমিটি জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধের ডাক দিয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুই দফা দাবির মধ্যে অন্যতম হল ২৩ কোটি টাকার বিস্তৃত পুনর্বাসন প্রকল্প অবিলম্বে পুনরায় চালু করা এবং মূলস্রোতে ফিরে আসা প্রাক্তন জঙ্গিদের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত মুলতুবি মামলা প্রত্যাহার করা হোক।

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি জানান, তাঁরা ১৯৯৮ সালের আগের আত্মসমর্পণকারী, যাঁরা তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মূলস্রোতে ফিরে এসেছিলেন। তিনি বলেন, সঠিক পুনর্বাসন ও স্থায়ী বসতির জন্য ২০০৭ সালের ২২ মে ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০০৮ সাল থেকে প্রকল্পের কাজ শুরু হয় এবং ২০১৮ সাল পর্যন্ত তা কার্যকর ছিল। পরে সরকার পরিবর্তন, তার উপর কোভিড পরিস্থিতির কারণে সব প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত কোনও আপডেট পাওয়া যায়নি।

তিনি আরও বলেন, ৪৫ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ২২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বাকি অর্থ দিয়ে পুনর্বাসন প্রকল্প পুনরায় চালুর দাবি জানাচ্ছি। আমরা বারবার প্রশাসনের দরজায় কড়া নেড়েছি, কিন্তু কোনও ফল মেলেনি।

ডিজিটাল ত্রুটি, জীবিত বৃদ্ধাকে মৃত ঘোষণা, বন্ধ রেশন ও বৃদ্ধভাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। ডিজিটাল ত্রুটির জেরে কৈলাসহর পুর পরিষদের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ৯০ বছর বয়সি ছায়া রাণী গোস্বামী সরকারি নথিতে মৃত হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছে তাঁর পরিবার। জীবিত থাকা সত্ত্বেও ২০২৫ সালের মার্চ মাস থেকে রেশন ও বৃদ্ধভাতা দুটি সরকারি সুবিধা থেকেই বঞ্চিত তিনি। ছায়া দেবীর ছেলে প্লাবন গোস্বামী জানান, দীর্ঘদিন আগেই তাঁর মায়ের নাম রেশন কার্ড ও ডিজিটাল তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার রেশন দোকান ও ফুড অফিসে যোগাযোগ করা হলেও কোনো স্থায়ী সমাধান মেলেনি। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে গত ৯ ফেব্রুয়ারি। অসুস্থ মাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে কৈলাসহর মহকুমা শাসকের দপ্তরের আধার সেকশনে নিয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ জানায়, ডিজিটাল সিস্টেমে ছায়া রাণী গোস্বামীকে মৃত হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই তথ্য শুনে পরিবার হতবাক হয়ে পড়ে।

ঘটনাটি জানতে পেরে স্বয়ং মহকুমা শাসক বিপুল দাসও বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন এবং দ্রুত নথিগত সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান।

ডিজিটাল ব্যবস্থার এই ধরনের ত্রুটি সাধারণ মানুষের জীবনে কীভাবে চরম ভোগান্তি ডেকে আনছে, ছায়া রাণী গোস্বামীর ঘটনা তারই একটি স্পষ্ট উদাহরণ বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

লোক আদালত ১৪ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ রাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মেগা লোক আদালত। বছরে চারটি জাতীয় লোক আদালতের পাশাপাশি আদালতে জমে থাকা মামলার চাপ কমাতেই এই বিশেষ মেগা লোক আদালতের আয়োজন করা হয়েছে।

রাজ্যের সব জেলা ও মহকুমা আদালতে লোক আদালতকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মেগা লোক আদালতে মোট ২৮টি বেঞ্চে ২৩,৬৯৮টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। এর মধ্যে মোটর ভেহিকল অ্যাক্ট সংক্রান্ত ১৮,৩৬৮টি মামলা, ট্রান্সফার অব প্রপার্টি অ্যাক্ট সংক্রান্ত ৪,৫০৩টি মামলা, টিজি অ্যাক্ট সংক্রান্ত ২০৭টি মামলা এবং এক্সাইস অ্যাক্ট সংক্রান্ত ৬২০টি মামলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব ঝুমা দত্ত চৌধুরী জানান, মেগা লোক আদালত উপলক্ষে মামলার উভয় পক্ষকেই আগাম নোটিস পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত সব জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের দপ্তরে প্রাক-লোক আদালত বসছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে মেগা লোক আদালতের আগেই নিজেদের মামলা নিষ্পত্তি করার সুযোগ থাকছে। শ্রীমতি দত্ত চৌধুরী দ্রুত, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
২৯ মাঘ, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বন্দে মাতরম” বাজিলেই দাঁড়াইয়া সম্মান জানানো আবশ্যিক

সরকারি অনুষ্ঠান বা জনসমাবেশে ”বন্দে মাতরম” বাজিলেই দাঁড়াইয়া সম্মান জানানো আবশ্যিক করা নিয়া বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও নির্দেশিকা জারি হইয়াছে।আপনার এই তথ্যের প্রেক্ষিতে কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন জাতীয় সংগীত বনাম স্তোত্র জাতীয় সংগীত ‘জনগণমন’-এর ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সম্মান জানানো আইনত বাধ্যতামূলক। ”বন্দে মাতরম” একটি জাতীয় স্তোত্র এবং এর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য।বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে সরকারি অনুষ্ঠানে ”বন্দে মাতরম” গাওয়ার সময় দাঁড়াইয়া সম্মান জানানোর নির্দেশিকা জারি করা হইয়াছে।সুপ্রিম কোর্টের পূর্বের কিছু পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, জাতীয় সংগীতের মতো জাতীয় স্তোত্রের ক্ষেত্রেও দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধা জানানোকে জাতীয় সংহতি ও সংহতি প্রদর্শনের একটি প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। বন্দে মাতরম’ বাজিলেও উঠিয়া দাঁড়াইয়া গানের প্রতি সম্মান জানাইতে হইবে। নয়া নির্দেশিকা জারি করিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বিজ্ঞপ্তিতে সাফ জানানো

হইয়াছে, সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানে, সব স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত ‘জন গণ মন’ পরিবেশনের পরই বাজাইতে

হইবে ‘বন্দে মাতরম’।ঠিক কী বলা হইয়াছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশিকায়? বলা হইয়াছে, সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানে, সব স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত ‘জন গণ মন’ পরিবেশনের পরই বাজাইতে হইবে ‘বন্দে মাতরম’। যে অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি উপস্থিতি থাকেন সেখানে তিনি আসা ও যাওয়ার সময় পরিবেশন করিতে হইবে এই গান। এই গান বাজাইতে হইবে পদ্ম পুরস্কারের মতো অসামরিক তথা নাগরিক সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানেও। যদিও সিনেমা হইলে এই গান বাজানো বাধ্যতামূলক নয় বলিয়াই নির্দেশিকায় জানানো হইয়াছে।এই নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হইয়াছে, এবার ‘বন্দে মাতরম’-এর ছটি স্তবকই পরিবেশন করিতে হইবে। উল্লেখ্য, কংগ্রেস আমলে গানটির চারটি স্তবক বাদ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কেন হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত? জানা গিয়াছে, নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম বোধ জাগাইতে, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে ও জাতীয় প্রতি সম্মান বাড়াইতেই এই পদক্ষেপ করিল কেন্দ্র।উল্লেখ্য, গতবছর এই ‘বন্দে মাতরম’কে কেন্দ্র করিয়াই অশান্তিতে জড়াইয়াছিল তৃণমূল ও কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিযোগ করিয়াছিলেন, জওহরলাল নেহেরু নাকি মুসলিমদের খুশি করিতেই ‘বন্দে মাতরমে’র চার স্তবক বাদ দিতে বলিয়াছিলেন। এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিল কংগ্রেস। এবার ‘বন্দে মাতরম’ নিয়া কেন্দ্রের এই নির্দেশ সেই বিতর্কই উসকে দিবে বলিয়া মনে করিতেছে ওয়াকিবহাল মহল। বন্দে মাতরম” গানটি ভারতের জাতীয় স্তোত্র ।এটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী আবেগ এবং প্রতীকের নাম। এই গানের সময় দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন করা নিয়া বিভিন্ন সময়ে নানা আলোচনা ও বিতর্ক হইয়াছে।

দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শনের পক্ষে যুক্তি হইল দেশপ্রেম ও শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ।জাতীয় পতাকার মতো জাতীয় স্তোত্রও দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতীক। গানটি বাজার সময় দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধা জানানো দেশের প্রতি নাগরিকের সাধারণ কর্তব্য ও ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে গণ্য হয়।বন্দে মাতরম” গানটি গেয়ে হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী হাসিমুখে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়াছিলেন। দাঁড়াইয়া সম্মান জানানো মানে সেই সকল বীর শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। জাতীয় স্তোত্র বাজার সময় যখন সবাই একসাথে উঠিয়া দাঁড়ান, তখন সেটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয়দের মধ্যে একটি একতা বা সংহতির বার্তা দেয়।আনন্দমঠ উপন্যাসের এই গানটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল মন্ত্র ছিল। এই ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া একে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন অনেকে।মূলত, এটি একটি আবেগ এবং সাংবিধানিক ব্যাখ্যার বিষয়। একদিকে যেমন এটি দেশপ্রেমের চরম বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও বৈচিত্র্যকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। অধিকাংশ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাঁড়াইয়া সম্মান জানাইলেও, কেউ না দাঁড়াইলে তাহাকে ”দেশদ্রোহী” বলা বা হেনস্থা করা আইনত ও নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়।

আমিরা ফুডসের প্রমোটররা ১,২০১ কোটি টাকার ব্যাংক জালিয়াতি মামলায় পালানো অর্থনৈতিক অপরাধী হিসেবে ঘোষিত

নয়াদিল্লি, ফেব্রুয়ারি ১১ (আইএএনএস) : বিশেষ পিএমএলএ আদালত আমিরা পিউর ফুডস প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক করণ এ. চনানা এবং হোল-টাইম পরিচালক অনিতা ডেইংকে পালানো অর্থনৈতিক অপরাধী (পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী) হিসেবে ঘোষণা করেছে। আদালত অভিযুক্তদের ও কোম্পানিগুলোর সম্পত্তি সহ মোট ১২৩.৮৫ কোটি টাকা বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দিয়েছে। এই ঘোষণা পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী আইন (এফইওএ) অনুযায়ী করা হয়েছে, যা প্রবর্তন নির্দেশনালয়-এর গুরগাঁও জোনাল অফিসের আবেদনকে ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছে।

সম্প্রতি ইন্টারপোলও চনানার বিরুদ্ধে একটি সিলভার নোটিশ জারি করেছে, যার মাধ্যমে তার সম্পত্তি আন্তর্জাতিকভাবে খুঁজে বের করা এবং জব্দ করার আবেদন করা হয়েছিল। ইডি-এর তদন্তে প্রকাশ হয়েছে, আমিরা ফুডস গ্রুপ, যা ভারতীয় বাসমতি চালসহ ব্র্যান্ডেড প্যাকেজড ফুডের উৎপাদন ও বিক্রয় করে, প্রায় ১,২০১.৮৫ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ এবং ক্যাশ ক্রেডিট ঋণ একটি ব্যাংক কনসোর্টিয়াম থেকে গ্রহণ করেছিল, যা ২০১৭ সালের মধ্যে এনপিএ-তে পরিণত হয়। প্রমোটররা, কর্মচারী ও অন্যান্যদের মাধ্যমে অর্থ সাইফনিং করা, অনিয়মিত স্থানান্তর, আত্মসাৎ, বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি এবং প্রায় ১,২০১.৮৫ কোটি টাকার ক্ষতি ঘটানোর অভিযোগে অভিযুক্ত।

ইডি-এর তদন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তি ও কোম্পানিগুলিকে অর্থপাচার মামলায় চিহ্নিত করা হয়েছে। মোট ২১ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৩১.৫১ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এফইওএ অনুসারে তদন্তে প্রকাশ হয়েছে যে চনানা এবং ডেইং ভারত ত্যাগ করেছেন এবং তারা যথাক্রমে যুক্তরাজ্য ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাস করছেন। তারা ভারতীয় আদালতের অধিক্ষেত্র এড়িয়ে অপরাধমূলক মামলা থেকে বাঁচার চেষ্টা করছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি নন-বেইলেবল ও লুক-আউট সার্কুলার জারি করা হয়েছে। চনানা এবং তার পরিবারের বিদেশী সম্পত্তি খুঁজে বের করা এবং বাজেয়াপ্ত করার কাজ এখনও চলমান।

পঞ্জাব পুলিশের হাতে ধরা পড়ল আরও একটি পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসী মডিউল, উদ্ধার আইইডি

চণ্ডীগড়, ফেব্রুয়ারি ১১ (আইএএনএস) : গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে, পঞ্জাব পুলিশের বিশেষ অভিযান সেল, অমৃতসর, পাকিস্তান-সমর্থিত আরও একটি সন্ত্রাসী মডিউল উদ্ধার করেছে। অভিযানে একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তার কাছ থেকে ধাতব কেসে রাখা রিমোট কন্ট্রোলযুক্ত ইমপ্রোভাইজড বিস্ফোরক (আইইডি), বিদেশে তৈরি একটি পিস্তল এবং গুলি উদ্ধার করা হয়েছে, জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) গৌরব যাদব বুধবার। গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তের নাম শনাক্ত হয়েছে শুভম কুমার, উপনাম শুভম শ্রীবাস্তব, উত্তরপ্রদেশের সীতাপুরের সরোসা গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে। সম্প্রতি পঞ্জাব পুলিশ পাকিস্তানের আইএসআই-সমর্থিত আরও একটি সন্ত্রাসী মডিউল উদ্ধার করেছিল, অভিযুক্ত রাহুল কুমার (ওরফে গাজু) গ্রেফতার হয়েছিল এবং তার কাছ থেকে আরডিএক্স-ভিত্তিক আইইডি উদ্ধার করা হয়েছিল, তার একদিনের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে।

করবং জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালনের মহৎ প্রয়াস

।। গৌতম দাস।।

করবং ত্রিপুরার হালাম জনগোষ্ঠীর এক স্বতন্ত্র উপশাখা। যার অস্তিত্ব নীরবে বেঁচে আছে জিরানীয়া মহকুমার অন্তর্গত বেলবাড়ি ব্লকের চম্পাবাড়ি গ্রামে। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য ঘেরা এই জনপদ যেন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক শান্ত আশ্রয়স্থল। জিরানীয়া থেকে চম্পকনগর বাজার অতিক্রম করে ডানদিকে মোড় নিলেই শুরু হয় গ্রামীণ পথের মায়াময় যাত্রা। প্রায় ছয়-সাত কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় চম্পাবাড়ি গ্রামে। সবুজে মোড়া, নিরাভরণ, অথচ আপন স্বমহিমায় ভরপুর এক বসতি। এই গ্রামেরই এক ছোট অংশ জুড়ে করবং পাড়া, যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে হালাম সম্প্রদায়ের করবং উপশাখা তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রাকে আগলে রেখে আজও বেঁচে আছেন আপন ছন্দে। চম্পাবাড়ির সেই নীরব, সবুজে ঘেরা করবং পাড়ায় গত ৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো ”করবং উৎসব”। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে পালিত হয় এই উৎসব। যেন ঐতিহ্যের প্রদীপটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জ্বালিয়ে রাখার এক সচেতন প্রয়াস।

এই উৎসবের মূল লক্ষ্য কেবল আনন্দোৎসব নয়, বরং করবং জনগোষ্ঠীর নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, লোক গাথা ও জীবনধারাকে বৃহত্তর সমাজের সামনে তুলে ধরা, তার যথাযথ প্রচার ও প্রসার ঘটানো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জনা তা সযত্নে সংরক্ষণ করা। লোকনৃত্য, সংগীত, আচার অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী উপস্থাপনার মাধ্যমে করবং সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য সেদিন নতুন করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। যেন নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে আরও গভীর এক আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তোলার অঙ্গীকার। করবং উৎসব কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, করবং জনজাতির আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল প্রতীক। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা রীতি-নীতি, বিশ্বাস ও আবেগের সজীব বহিঃপ্রকাশ এই উৎসবের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। তাদের জীবনধারা, প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধ এবং স্বকীয় এঁকোর সুর করবং উৎসবকে করে তোলে গৌরব ও ঐতিহ্যের এক অননা প্রতিচ্ছবি। বেলবাড়ি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সমীরণ রায় জানালেন, চম্পাবাড়ি ভিলেজ এলাকায় মোট ৪৫টি পরিবার বসবাস করেন। এর মধ্যে ২৪টি পরিবার করবং জনজাতি গোষ্ঠীর।

এই জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্লক প্রশাসন নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। ব্লক অফিস থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহ এবং জেলা প্রশাসন পর্যন্ত সবাই সমন্বিতভাবে এই জনজাতি গোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি ও জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে সচেষ্ট রয়েছে। উন্নয়নের সেই ধারাবাহিকতায় করবং পাড়ায় ধীরে ধীরে নতুন সম্ভাবনার আলো জ্বলে উঠছে। করবং পাড়াটি সামগ্রিকভাবে পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল চারপাশে সমারোহ আবরণ, নির্মল বাতাস আর প্রকৃতির শান্ত, স্নিগ্ধ আবহ। গ্রামের পথঘাট চোখে পড়ল সোলার স্ট্রিট লাইট, অন্ধকার নামলে যা নীরবে আলো দেখায়। পাশাপাশি বৈদ্যুতিক সংযোগের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা গেল, যা আধুনিকতার ছোঁয়াকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। পাড়ার মাঝখানে একটি কমিউনিটি হল রয়েছে, যা এই জনপদের সামাজিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। করবং পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য রয়েছে করবংবাড়ি জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গনেই অনুষ্ঠিত হয় করবং উৎসব, যেন শিক্ষা ও সংস্কৃতি একসূত্রে গেঁথে হয়ে রইল এক অনন্য মিলনমেলায়।

উৎসবের দিন বিদ্যালয় চত্বর ভরে উঠেছিল রঙিন আবহে। শিশুদের মুখে ছিল কৌতুহল, আনন্দ আর অংশগ্রহণের উচ্ছ্বাস। তাদের চোখেমুখে যে উৎসাহ ও গর্বের দীপ্তি ফুটে উঠেছিল, তা যেন প্রমাণ করছিল - নিজেদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এই নবীন প্রজন্মের গভীর সংযোগ আজও অটুট রয়েছে। বিদ্যালয়ের এই চত্বর সেদিন কেবল উৎসবের মঞ্চ নয়, ভবিষ্যতের স্বপ্নবীজ বোনার এক উজ্জ্বল প্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছিল। করবং জনগোষ্ঠীর প্রধান বিশু চন্দ্র করবং (রাই) এর সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে এল এই জনপদের জীবনচিত্র। তিনি জানান, এখানকার অধিকাংশ করবং পরিবারই কৃষিকাজ ও পশুপালনের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করেন। মাটি আর পরিশ্রম এই দুই তাদের জীবনের প্রধান ভরসা। তবে এই প্রথাগত জীবনের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অগ্রহও দিন দিন বাড়ছে। করবং জনগোষ্ঠীরই এক কন্যা সন্ধ্যা লক্ষ্মী করবং ইতিমধ্যে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বি এড) পাঠক্রমে অধ্যয়নরত। রাজু করবং নামে এক যুবকও ইতিমধ্যে স্নাতক ডিগ্রী সম্পন্ন করেছে। তাদের এই অগ্রযাত্রা যেন সমগ্র করবং সমাজের জন্য অনুপ্রেরণার প্রতীক। এবার করবং উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। উৎসবের মঞ্চে সেদিন কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, ছিল সম্মান, স্বীকৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের এক আন্তরিক প্রকাশ। করবং জনজাতি গোষ্ঠীর এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে বেলবাড়ি ব্লক প্রশাসনও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। উৎসবের দিন করবং পাড়ার যুবক-যুবতীদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণকে আরও উজ্জীবিত করতে ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়। তাদের হাতে ক্যারাম বোর্ড, ভলিবল সহ নানা খেলাধুলার উপকরণ তুলে দেওয়া হয়।

এছাড়া আগরতলার সংকল্প চ্যারিটেবল ট্রাস্ট” -এর পক্ষ থেকে প্রায় একশত শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছোট ছোট পড়ুয়াদের হাতে খাতা ও কলম তুলে দেওয়া হয়। জিরানীয়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মোট ৮৪টি পিআরডিসি এবং ২২টি বিবাহ নিবন্ধন সার্টিফিকেট। প্রশাসনের এই উদ্যোগ গ্রামবাসীদের মনে নতুন আশ্বাস ও আস্থার সঞ্চার করেছে, যা উৎসবের আনন্দকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে। সব মিলিয়ে উৎসবটি কেবল সাংস্কৃতিক উপস্থাপনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সামাজিক সহায়তা, শিক্ষার প্রসার ও যুবসমাজের বিকাশের মাধ্যমে তা এক সামগ্রিক উন্নয়নের বার্তা বহন করেছে। যেহেতু এটি সম্পূর্ণ করবং জনজাতির নিজস্ব উৎসব, তাই আয়োজনের মূল সুরও ছিল তাদেরই হাতে। তরুণ প্রজন্মের এই নিষ্ঠা, উদ্যোগ ও একাগ্র প্রচেষ্টাতেই উৎসবটি সত্যিকার অর্থে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠে। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিজস্ব সংস্কৃতিকে আগলে রাখার যে অঙ্গীকার তারা সেদিন প্রদর্শন করেছেন তা নিঃসন্দেহে করবং সমাজের ভবিষ্যতের জন্য এক আশাব্যঞ্জক বার্তা বহন করে। ক্ষুদ্র করবং জনগোষ্ঠীর স্বকীয় সংস্কৃতি, ভাষা, লোকগান, নৃত্য ও প্রাচীন আচার আচরণ ও অমূল্য ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও লালনের মহৎ প্রয়াসে রাজোর তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের এই উদ্যোগ সর্বত্র প্রশংসা কুড়িয়েছে।

চরম আবহাওয়ার প্রভাব মূল্যায়নে একাধিক গবেষণা ও আধুনিক পূর্বাভাস ব্যবস্থা জোরদার

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : চরম আবহাওয়ার প্রভাব মূল্যায়ন ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে ভূবিজ্ঞান মন্ত্রক একাধিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মন্ত্রক “ভারতীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের মূল্যায়ন” শীর্ষক একটি বিস্তৃত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে ভারতের আঞ্চলিক জলবায়ু পরিবর্তন ও চরম আবহাওয়ার বিভিন্ন দিক বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) ১৩টি প্রধান বিপজ্জনক আবহাওয়া ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করে “ভারতের জলবায়ু বিপত্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণতা অ্যাটলাস” নামে একটি ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাটলাস তৈরি করেছে। জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রস্তুত এই অ্যাটলাসে মানবজীবন, প্রাণিসম্পদ ও অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলা বিভিন্ন দুর্যোগের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি গত ৩০ বছরে দেশজুড়ে রাজ্য ও জেলা স্তরে বৃষ্টিপাতের ধরণ ও চরম প্রবণতা নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে ২৯টি পৃথক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আইএমডি।

চরম আবহাওয়া সম্পর্কে আগাম সতর্কবার্তা প্রদানের সক্ষমতা বাড়াতে ২০২১---২৬ সময়কালে “বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু গবেষণা-মডেলিং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ও পরিষেবা (এসিআরওসিসি)” প্রকল্পের আওতায় একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ২০২৪ সালে এসিআরওসিসি প্রকল্পকে ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের সামগ্রিক “পৃথ্বী বিজ্ঞান (পৃথ্বী)” প্রকল্পের উপ-প্রকল্প হিসেবে একীভূত করা হয়। একই বছরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা “মিশন মৌসম” নামে ২,০০০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় প্রকল্প অনুমোদন করে (২০২৪---২৫ থেকে ২০২৫—২৬), যার লক্ষ্য উন্নত পর্যবেক্ষণ ও কম্পিউটিং প্রযুক্তির মাধ্যমে আবহাওয়া ও জলবায়ু পূর্বাভাসে নির্ভুলতা বৃদ্ধি। পরবর্তীতে এসিআরওসিসি উপ-প্রকল্পকে মিশন মৌসমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বর্তমানে ১২ কিমি রেজোলিউশনের দুটি গ্লোবাল পূর্বাভাস মডেল জিএফএস ১২ কিমি ও এনসিইউএম১২ কিমি রিয়েল-টাইমে কার্যকর রয়েছে। ২০২৫ সালের মে মাস থেকে ৬ কিমি উচ্চ রেজোলিউশনের ‘ভারত ফোরকাস্টিং সিস্টেম’ (ভারতএফএস) চালু হয়েছে, যা ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত পূর্বাভাস প্রদান করছে। এই উচ্চ রেজোলিউশনের মডেল নিয়মিত চালানোর জন্য কম্পিউটিং অবকাঠামো উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। ‘অরুণিকা’ ও ‘অর্কা’ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং (এইচপিসি) সিস্টেম চালুর ফলে ২০২৫ সালে মোট কম্পিউটিং ক্ষমতা বেড়ে ২৮ পেটা ফ্লপসে পৌঁছেছে, যা ২০১৪ সালের ৬.৮ পেটা ফ্লপস থেকে বহুগুণ বেশি।

আইএমডি একটি প্রান্ত-থেকে-প্রান্ত জিআইএস-ভিত্তিক ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম (ডিএসএস) তৈরি করেছে, যা ঘূর্ণিঝড়, ভারী বৃষ্টি, বজ্রঝড়, বিদ্যুৎ চমক, কুয়াশা ও তাপপ্রবাহের মতো চরম আবহাওয়ার ক্ষেত্রে সময়োপযোগী ও প্রভাব-ভিত্তিক সতর্কবার্তা প্রদান করে। এই ব্যবস্থায় ঐতিহাসিক তথ্য, রিয়েল-টাইম স্থল ও উচ্চস্তরের পর্যবেক্ষণ, প্রতি ১০ মিনিট অন্তর রাডার ডেটা এবং প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর স্যাটেলাইট তথ্য ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি মেসোস্কেল, আঞ্চলিক ও গ্লোবাল সংখ্যাত্মক আবহাওয়া পূর্বাভাস (এনডব্লিউপি) মডেলের আউটপুট একত্রিত করা হয় এবং ঝুঁকি ও এক্সপোজার তথ্য সমন্বিত করে সতর্কতা জারি করা হয়।

এছাড়া কৃষি ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিষেবা উন্নয়নে আইএমডি আইসিএআর, আইসিএমআর প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতায় কাজ করছে। লোকসভায় ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রদত্ত এক লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানান ভূবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়ক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ড. জিতেন্দ্র সিং।

রেঙ্কে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন ডিনোটিফায়েড, যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর সম্প্রদায়ের উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি: সামাজিক ন্যায় ও অধিকারের মন্ত্রক ২০০৫ সালের মার্চ মাসে ডিনোটিফায়েড, যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর উপজাতিদের বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনার জন্য রেঙ্কে কমিশন (জাতীয় ডিনোটিফায়েড, যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর উপজাতি কমিশন) গঠন করেছিল। কমিশন ২০০৮ সালের জুলাই মাসে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়।

কমিশনের সুপারিশগুলি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার তিন বছরের জন্য জাতীয় ডিনোটিফায়েড, যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর উপজাতি কমিশন গঠন করে। পরবর্তীতে এনসিডিএনটি-র সুপারিশের ভিত্তিতে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডিনোটিফায়েড, যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও কল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এছাড়াও, এই সম্প্রদায়গুলির কল্যাণ ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২ সালে ‘ডিনোটিফায়েড ও যাযাবর উপজাতিদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প’ (এসইইডি) চালু করা হয়। ২০২১—২২ থেকে ২০২৫—২৬ সময়কালের জন্য এই প্রকল্পে মোট ২০০ কোটি টাকা আর্থিক বরাদ্দ নির্ধারিত হয়েছে।

আজ রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানান সমাজ ন্যায় ও অধিকারের প্রতিমন্ত্রী বি. এল. বর্মা।

নির্ভুল আবহাওয়া পূর্বাভাসে জোর: আধুনিক মডেলে এআই-এমএল ও সুপারকম্পিউটিং শক্তি বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও ঘনত্ব বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে কেন্দ্র সরকার আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে আরও নির্ভুল ও সূক্ষ্ম করতে পর্যবেক্ষণ অবকাঠামো শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ করেছে। বিভিন্ন তীব্র আবহাওয়া ঘটনাকে ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত পূর্বাভাস দেওয়ার লক্ষ্যে নতুন আবহাওয়া ও জলবায়ু মডেল উন্নয়ন ও কার্যকর করা হয়েছে।

মনসুন মিশন ও মিশন মৌসমের মাধ্যমে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং (এইচপিসি) বৃদ্ধি, তথ্য সমন্বয় এবং এআই/এমএল-ভিত্তিক প্রযুক্তির প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে ১২ কিমি রেজোলিউশনের দুটি গ্লোবাল পূর্বাভাস মডেল জিএফএস ১২ কিমি ও এনসিইউএম১২ কিমি রিয়েল-টাইমে কার্যকর রয়েছে। ২০২৫ সালের মে মাস থেকে ৬ কিমি উচ্চ রেজোলিউশনের ‘ভারত ফোরকাস্টিং সিস্টেম’ (ভারতএফএস) চালু হয়েছে, যা ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরের চাহিদা পূরণে সহায়ক।

উচ্চ রেজোলিউশনের মডেল নিয়মিত চালানোর জন্য কম্পিউটিং ক্ষমতাও ব্যাপকভাবে বাড়ানো হয়েছে। ‘অরুণিকা’ ও ‘অর্কা’ এইচপিসি সিস্টেম চালুর ফলে ২০২৫ সালে ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের মোট কম্পিউটিং ক্ষমতা বেড়ে ২৮ পেটা ফ্লপসে পৌঁছেছে, যা ২০১৪ সালের ৬.৮ পেটা ফ্লপস থেকে বহু গুণ বেশি।ডেটা ও পূর্বাভাস স্বয়ংক্রিয় ও সমন্বিত করতে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) একটি প্রান্ত-থেকে-প্রান্ত জিআইএস-ভিত্তিক ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম (ডিএসএস) তৈরি করেছে। এই ব্যবস্থা ঘূর্ণিঝড়, ভারী বৃষ্টি, বজ্রঝড়, বিদ্যুৎ চমক, কুয়াশা ও তাপপ্রবাহের মতো চরম আবহাওয়া সম্পর্কে সময়োপযোগী, প্রভাব-ভিত্তিক সতর্কবার্তা প্রদান করে। এতে ঐতিহাসিক তথ্য, রিয়েল-টাইম স্থল ও উচ্চস্তরের পর্যবেক্ষণ, প্রতি ১০ মিনিট অন্তর রাডার ডেটা এবং প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর স্যাটেলাইট তথ্য ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি এমওইএস-এর বিভিন্ন সংখ্যাত্মক আবহাওয়া পূর্বাভাস (এনডব্লিউপি) মডেলের আউটপুট ও ঝুঁকি-সম্পর্কিত তথ্য সমন্বিত করা হয়।ভবিষ্যতের আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিষেবার ঘাটতি পূরণ এবং নতুন প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে ‘মিশন মৌসম’ চালু করা হয়েছে। এই বহুমাত্রিক উদ্যোগ ভারতের আবহাওয়া ও জলবায়ু-সংক্রান্ত গবেষণা ও পরিষেবাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে কাজ করছে। এআই ও এমএল প্রযুক্তির সমন্বয় মডেলের নির্ভুলতা ও পূর্বাভাসের রেজোলিউশন বাড়াতে সহায়তা করছে।

সংখ্যাত্মক আবহাওয়া পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে মূল মডেলিং কাঠামো, উন্নত ডেটা অ্যাসিমিলেশন প্রযুক্তি এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং হার্ডওয়্যারের জন্য এমওইএস-এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানত বিদেশি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বে কাজ করে। এনসিএমআরডব্লিউএফ যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ‘মোমেন্টাম’ অংশীদারিত্বে যুক্ত, যার লক্ষ্য বিশ্বমানের সমন্বিত মডেলিং কাঠামো গড়ে তোলা। এনসিইউএম মডেল উন্নত ডায়নামিক্যাল কোর (এন্ড গেইম) ও হাইব্রিড ৪ডি-ভার ডেটা অ্যাসিমিলেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে। সুপারকম্পিউটিং ব্যবস্থায় এনবিডিয়া/এএমডি জিপিইউ ও সিইউডিএ লাইব্রেরি ব্যবহার করে এআই/এমএল-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন (যেমন গ্রাফকাস্ট/পঙ্গু) ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।লোকসভায় আজ ১১ ফেব্রুয়ারি প্রদত্ত এক লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানান ভূবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়ক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ড. জিতেন্দ্র সিং।

জৈব চাল, মসলা ও মূল্য সংযোজিত পণ্যে ভর করে বায়োফাখ ২০২৬-এ ভারতের কান্টি প্যাভিলিয়ন

নয়াদিল্লি/নিউরেমবার্গ : বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জৈব খাদ্য ও কৃষি পণ্যের বাণিজ্য মেলা বায়োফাখ ২০২৬-এ ‘কান্টি অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে মনোনীত হয়েছে ভারত। জার্মানির নিউরেমবার্গে আগামী ১০ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলা এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারত তার জৈব কৃষি ঐতিহ্য ও বৈশ্বিক সক্ষমতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরবে।

ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীনস্থ কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বায়োফাখ ২০২৬-এ ভারতের অংশগ্রহণ আয়োজন করছে। এই প্রদর্শনীতে ভারতের উপস্থিতি হবে ব্যাপক ও উচ্চ প্রভাবসম্পন্ন, যেখানে দেশের সমৃদ্ধ কৃষি ঐতিহ্য এবং জৈব পণ্যের ক্ষেত্রে ভারতের শক্তিশালী অবস্থান বিশ্বদরবারে তুলে ধরা হবে।

বায়োফাখ জার্মানি জৈব খাদ্য ও কৃষি খাতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও প্রভাবশালী প্রদর্শনী হিসেবে পরিচিত। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এপেডা নিয়মিতভাবে এই মেলায় অংশগ্রহণ করে আসছে এবং প্রতিবারই ভারতের শক্তিশালী উপস্থিতি বজায় রেখেছে।

এবারের বায়োফাখ ২০২৬-এ ভারতের অংশগ্রহণ আগের সংস্করণগুলির তুলনায় অনেকটাই বড় পরিসরে হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভারতীয় জৈব রপ্তানির ক্রমবর্ধমান বিস্তার, জৈব পণ্যের প্রতি বৈশ্বিক চাহিদা বৃদ্ধি এবং রপ্তানিকারক, বিভিন্ন সংগঠন ও কৃষক উৎপাদক সংগঠন-এর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। ১৪ বছর পর ফের একবার বায়োফাখ মঞ্চে কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে চলেছে ভারতের জৈব কৃষি খাত।

এপেডার উদ্যোগে গড়ে তোলা ‘ইন্ডিয়া কান্টি প্যাভিলিয়ন’-এর আয়তন হবে প্রায় ১,০৭৪ বর্গমিটার। এই প্যাভিলিয়নে ৬৭টি সহ-প্রদর্শক অংশ নেবেন, যাদের মধ্যে থাকবেন জৈব পণ্যের রপ্তানিকারক, কৃষক উৎপাদক সংগঠন, সমবায়, জৈব পরীক্ষাগার, রাজ্য সরকারের সংস্থা এবং বিভিন্ন পণ্য বোর্ড। এখানে চাল, তেলবীজ, ভেষজ উদ্ভিদ, মসলা, ডাল, কাজু, আদা, হলুদ, বড় এলাচ, দারুচিনি, আমের পিউরি, এসেনশিয়াল অয়েলসহ নানাবিধ জৈব পণ্য প্রদর্শিত হবে।

ভারতের ২০টিরও বেশি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রদর্শকরা এই প্যাভিলিয়নে অংশ নিচ্ছেন, যা দেশের কৃষিভিত্তিক ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে। অংশগ্রহণকারী রাজ্য ও অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে অসম, মেঘালয়, মণিপুর, দিল্লি, গুজরাট, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, অরুণাচল প্রদেশ, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তরাখণ্ড। এই অংশগ্রহণ ভারতীয় জৈব পণ্য ও মূল্য সংযোজিত খাদ্যপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিকে তুলে ধরছে।পণ্যের প্রদর্শনের পাশাপাশি দর্শকদের জন্য বিশেষভাবে সাজানো খাদ্য আস্বাদন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। প্রিমিয়াম জৈব বাসমতি চাল ও মসলা দিয়ে তৈরি সুগন্ধি বিরিয়ানি পরিবেশন করা হবে। এছাড়াও ভারতের ঐতিহ্যবাহী পাঁচটি জিআই-ট্যাগপ্রাপ্ত চালইন্দ্রায়ণী, নাভারা, গোবিন্দভোগ, লাল চাল এবং চাক হাও (কালো চাল)দর্শকদের পরিবেশন করা হবে, যাতে ভারতের বৈচিত্র্যময় চালের ঐতিহ্য তুলে ধরা যায়। বায়োফাখ ২০২৬-এ ‘কান্টি অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে ভারতের নির্বাচনের প্রেক্ষিতে নিউরেমবার্গ মেসে এক্সিবিশন সেন্টারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যাপক ব্র্যান্ডিং ও উচ্চ প্রভাবসম্পন্ন প্রচারমূলক কার্যক্রমও হাতে নিয়েছে এপেডা।বিশ্বজুড়ে যখন টেকসই ও পরিবেশবান্ধব জীবনযাত্রার দিকে নজর বাড়ছে, তখন বায়োফাখ ২০২৬-এ ভারতের এই বিশেষ উপস্থিতি জৈব কৃষিতে ভারতের বৈশ্বিক নেতৃত্বকে আরও মজবুত করছে। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে টেকসই উপায়ে উৎপাদিত উচ্চমানের জৈব পণ্য সরবরাহে ভারত তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। এপেডা জানিয়েছে, ভারতীয় রপ্তানিকারকদের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়াতে এবং বিশ্ববাজারে “অর্গানিক ফুড বাস্কেট” হিসেবে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে তারা ভবিষ্যতেও লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আজ ভারতীয় জনতা পার্টি, সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের সাথে দিল্লিস্থিত রাষ্ট্রীয় কার্য্যালয়ে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

বাংলাদেশ : নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে ধর্মীয় অপপ্রচারবাণী বিনিময়

ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবারের নির্বাচনের আগে বাংলাদেশে ধর্মীয় অনুভূতি প্ররোচিত করে ভোট পাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলো এবং প্রার্থীরা সামাজিক মিডিয়া ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরকে "খারাপ মুসলিম" হিসেবে চিত্রিত করছেন, স্থানীয় সংবাদমাধ্যম প্রতিবেদনে জানিয়েছে।

ডিসেম্বর ২৩, থেকে ফেব্রুয়ারি ৬ পর্যন্ত ৫০টি স্পন্সর করা বিজ্ঞাপনের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি এবং জামায়াত-ই-ইসলামি প্রার্থীরা পরস্পরকে "মুনাফিক" হিসেবে চিহ্নিত করছেন, ইসলামিক পরিভাষায় এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে বাইরে থেকে ধর্ম পালন করে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী নয়।

দেশের প্রধান সংবাদপত্র দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে, ৩৩টি সামাজিক মিডিয়া পেজ, গ্রুপ ও প্রোফাইল থেকে ৫৫টি অনুরূপ ধর্মীয় উত্তেজক পোস্ট প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে ৩০টি পোস্ট বিএনপি ও জামায়াতের সমর্থনে করা হয়েছে। বিএনপি সমর্থক এবং জামায়াত-বিরোধী কার্যক্রমকারীরা দাবি প্রচার করছেন, জামায়াত নেতারা ভোটের বিনিময়ে "জান্নাহের টিকিট" প্রদান করছেন।

অন্যদিকে, জামায়াত এবং তার ১১-পার্টি জোটের অংশীদাররা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের "মৌসুমী মুসলিম" আখ্যা দিচ্ছে, অর্থাৎ নির্বাচনকালীন ইসলামিক পোশাক পরিধান, দাড়ি ও টুপি পরিধান করে ভোটারকে বিভ্রান্ত করা।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৮ জানুয়ারি, রাজশাহী-১ এর বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা শরীফ উদ্দিনের অফিসিয়াল পেজে একটি রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, যেখানে জামায়াতের কৌশলকে প্রতারণামূলক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শরীফ উদ্দিন দ্য ডেইলি স্টার-কে বলেছেন, ধর্মের নামে ভোট চাওয়া বা জান্নাহের টিকিট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট মুনাফিকি। আল্লাহ আমাদের এমন প্রতারণা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। কয়েক দিন পরে ৩ ফেব্রুয়ারি, কাজীপুর দারিপল্লা সমর্থক নামের একটি পেজে, যা জামায়াতের সিরাজগঞ্জ-১ প্রার্থী মাওলানা শাহিনুর আলামকে সমর্থন করছে, একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এতে আলাম তাদের মৌসুমী মুসলিম আখ্যা দেন, যারা জামায়াতকে জান্নাহ বিক্রি করার অভিযোগ করেছে।

ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের অধ্যাপক আসিফ শাহান বলেছেন, বাংলাদেশের রাজনীতি এখন রাইট-উইং দিকে ঝুঁকেছে। এই পরিবর্তন ভোটারদের ধর্মীয় অনুভূতির দিকে প্রভাবিত করছে। শক্তিশালী বামপন্থী বা কেন্দ্র-বাম বিকল্প না থাকায় বিএনপি বামদিকে যাওয়ার সুযোগ পেত, কিন্তু তারা উল্টো পথে চলে। রাইট-উইং ভোট ধরে রাখতে তারা ধর্মীয় অনুভূতি কাজে লাগিয়েছে। বাংলাদেশে নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংঘর্ষের মধ্যে ঘটছে, যেখানে সমালোচকারীরা সতর্ক করছেন যে ক্ষমতার পরিবর্তন ইসলামি উগ্রবাদের প্রবণতা বাড়াতে পারে।

দিল্লিতে নিখোঁজের ঘটনায় জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্টের নোটিশ

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : জাতীয় রাজধানীতে নিখোঁজ ব্যক্তিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া এক জনস্বার্থ মামলায় বুধবার দিল্লি হাইকোর্ট দিল্লি পুলিশকে নোটিস জারি করেছে। সংক্ষিপ্ত শুনানিতে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে, দিল্লিতে নিখোঁজ ব্যক্তিদের ঘটনা নিয়ে বর্তমানে সংবাদমাধ্যমে দুই ধরনের ভিন্ন বর্ণনা প্রচলিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়ার পর প্রকৃত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

দিল্লি পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার, দিল্লি সরকার এবং ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি)-র কাছেও এই বিষয়ে জবাব চাওয়া হয়েছে। মামলাটির পরবর্তী শুনানি ১৮ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এ ধরনের কোনো বিষয় সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন আছে কি না, সে বিষয়েও জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট।

এর একদিন আগে প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায়ের বেঞ্চে জরুরি তালিকাভুক্তির আবেদন জানিয়ে পিআইএলটি উত্থাপন করা হয়। চলতি বছরের জানুয়ারির প্রথম দুই সপ্তাহে রাজধানী থেকে প্রায় ৮০০ জনের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগে পদক্ষেপ চাওয়া হয়েছে ওই আবেদনে।

এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিষয়টি গ্রহণ করে দিল্লি সরকারের মুখ্যসচিব ও দিল্লির পুলিশ কমিশনারকে নোটিস জারি করেছে। তাঁদের দুই সপ্তাহের মধ্যে বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, দিল্লি পুলিশ হঠাৎ করে নিখোঁজ শিশুদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার খবর খারিজ করে দিয়েছে। "তথ্য বিকৃত করে অযথা আতঙ্ক ছড়ানোর" বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে তারা। পুলিশের দাবি, সরকারি তথ্য অনুযায়ী নিখোঁজের ঘটনায় কোনো অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেনি এবং গত প্রায় এক দশক ধরে পরিসংখ্যান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা ২৩,০০০ থেকে ২৪,০০০-এর মধ্যে রয়েছে, যদিও রাজধানীর জনসংখ্যা দ্রুত বেড়েছে।

৬ ফেব্রুয়ারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দিল্লি পুলিশ জানায়, নিখোঁজ শিশুদের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য নাগরিকদের অনুরোধ করছি। এই ধরনের দাবি খারিজ করার পাশাপাশি তথ্য বিকৃত করে অযথা ভয় ছড়ালে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রতিটি শিশুর নিরাপত্তা দিল্লি পুলিশের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। নিখোঁজ বা অপহৃত শিশুদের দ্রুত খুঁজে বের করে পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য আমরা ২৪ ঘণ্টা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কানাডার স্কুলে গণগুলিবর্ষণ নিহত ৯, হামলাকারী আত্মঘাতি

অটোয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের একটি খনি-শহরে সংঘটিত গণগুলিবর্ষণের ঘটনায় অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন। সন্দেহভাজন হামলাকারী, যিনি সম্ভবত একজন নারী বা নারী-পোশাক পরিহিত ব্যক্তি, আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

প্রদেশের রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ-এর নর্দান ডিস্ট্রিক্টের প্রধান সুপারিনটেনডেন্ট কেন ফ্লয়েড মঙ্গলবার (স্থানীয় সময়) রাতে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে জানান, টাম্বলার রিজ এলাকার একটি স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭ জনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং নিকটবর্তী একটি বাড়িতে আরও ২ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়। সন্দেহভাজন হামলাকারীর দেহ স্কুলের ভেতরেই পাওয়া গেছে।

তিনি জানান, স্কুলের প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী ও কর্মী নিরাপদে আছেন এবং তাঁদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গুরুতর আহত দুইজনকে এয়ারলিফট করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া ২৫ জনকে স্থানীয় একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে পরীক্ষা করা হয়েছে।

এলাকাবাসীর মোবাইলে পাঠানো 'অ্যাকটিভ শুটার' সতর্কবার্তায় সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বাদামি চুলের এক নারী, যিনি পোশাক পরিহিত ছিলেন, হিসেবে বর্ণনা করা হয়। তবে গোপনীয়তা ও চলমান তদন্তের স্বার্থে হামলাকারী শিক্ষার্থী নাকি প্রাপ্তবয়স্কতা প্রকাশ করেননি ফ্লয়েড। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে সতর্কবার্তায় উল্লেখিত ব্যক্তিই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, এই "ভয়াবহ সহিংসতায়" তিনি গভীরভাবে মর্মাহত। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার প্রিমিয়ার ডেভিড ইবি ঘটনাটিকে "কল্পনাতীত ট্র্যাজেডি" আখ্যা দিয়ে বলেছেন, আগামী দিনগুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়কে সরকার সর্বাত্মক সহায়তা দেবে। হামলার উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। ফ্লয়েড বলেন, "কেন এই ঘটনা ঘটল তা নির্ধারণ করা কঠিন হবে, তবে আমরা কী ঘটেছে তা জানার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।" তিনি আরও জানান, স্কুল ও বাড়ির গুলিবর্ষণের ঘটনা পরস্পর সম্পর্কিত।

প্রায় ২,৪০০ জনসংখ্যার ছোট কয়লা খনি-শহর টাম্বলার রিজ ডাইনোসরের পদচিহ্ন ও জীবাশ্মের জন্য পরিচিত। কানাডায় গণগুলিবর্ষণের ঘটনা বিরল। সর্বশেষ বড় স্কুল-সংক্রান্ত হামলা হয় ১৯৮৯ সালে মন্টিয়ালে, যেখানে ১৪ জন নিহত হন। সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটে ২০২০ সালে নোভা স্কশিয়ায়, যখন দুই দিনে এক বন্দুকধারী ১৩ জনকে গুলি করে হত্যা এবং অগ্নিসংযোগে আরও ৯ জনের মৃত্যু ঘটায়।

মুম্বইয়ের মেয়র হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত রিতু তাওড়ে, উপ-মেয়র সঞ্জয় ঘাড়ি

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি)-এর মেয়র হিসেবে বিজেপি কর্পোরেটর রিতু তাওড়ে এবং উপ-মেয়র হিসেবে শিবসেনা (শিন্ডে গোষ্ঠী) কর্পোরেটর সঞ্জয় ঘাড়ি বুধবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। শিবসেনা (ইউবিটি), কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দল প্রার্থী না দেওয়ায় সর্বসম্মত নির্বাচনের পথ সুগম হয়।

মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে নবনির্বাচিত নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানিয়ে স্বচ্ছ ও জনমুখী প্রশাসনের আশ্বাস দেন। তাঁরা বলেন, বালাসাহেব ঠাকরের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর স্বপ্নের মুম্বই গড়ে তুলতে মহাযুতি জোট তাওড়ে ও ঘাড়ির নেতৃত্বে উন্নয়নের গতি বাড়াবে। বিএমসি ভবনে কর্পোরেটরদের উচ্ছ্বাসের মধ্যেই রিতু তাওড়ে ও সঞ্জয় ঘাড়ি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ভূষণ গাগরানি তাঁদের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

ফড়নবিশ বলেন, আবারও শিবসেনা-বিজেপি মহাযুতি বিএমসি-র মেয়র ও উপ-মেয়র পদে জয়লাভ করেছে। রিতু তাওড়ে ও সঞ্জয় ঘাড়ি জোটের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সৈনিক। তিনি আরও জানান, মুম্বইবাসীর দেওয়া জনাদেশ অনুযায়ী স্বচ্ছ ও নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রশাসন গড়ে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য।

মুখ্যমন্ত্রী তাওড়েকে অভিজ্ঞ ও দৃঢ় মারাঠি মুখ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তাঁর নেতৃত্বে উন্নয়ন কর্মসূচি আরও গতি পাবে। ঘাড়ির নিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সিনিয়র শিবসেনা নেতা হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা শহরের কাজে লাগবে এবং কর্পোরেশন বালাসাহেব ঠাকরের আদর্শ মেনেই পরিচালিত হবে। রাজ্য সরকার নতুন পুরনেতৃত্বকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে, যাতে মুম্বইয়ের বাসিন্দাদের প্রত্যাশা পূরণ করা যায়।

তাওড়ের নির্বাচনের মাধ্যমে চার দশকেরও বেশি সময় পর বিজেপি মুম্বইয়ের মেয়র পদ দখল করল। এতে বিএমসি-তে শিবসেনা (ইউবিটি)-র ২৫ বছরের আধিপত্যের অবসান ঘটল। সাম্প্রতিক পুরভোটে ২২৭ সদস্যের সদনে বিজেপি ৮৯টি আসন পেয়ে একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে আসে, আর একনাথ শিন্ডে নেতৃত্বাধীন শিবসেনা পায় ২৯টি আসন। ফলে ১১৪-র সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহজেই অতিক্রম করে মহাযুতি। কৌশলগত সিদ্ধান্ত হিসেবে শিন্ডে নেতৃত্বাধীন শিবসেনা উপ-মেয়রের পাঁচ বছরের মেয়াদ চারজন কর্পোরেটরের মধ্যে ঘুরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। সঞ্জয় ঘাড়ি প্রথম ১৫ মাস দায়িত্বে থাকবেন।

ঘাটকোপার (ওয়ার্ড ১৩২)-এর অভিজ্ঞ কর্পোরেটর রিতু তাওড়ে পূর্বে বিএমসি শিক্ষা কমিটির চেয়ারপার্সন ছিলেন। নাগরিক সমস্যা ও মারাঠি পরিচয় নিয়ে তাঁর দৃঢ় অবস্থানের জন্য পরিচিত তিনি। শপথগ্রহণের পর বক্তব্যে তিনি বর্ষা প্রস্তুতি, রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি এবং শহরের রূপান্তরকে অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মুম্বইয়ের "সেবক" হিসেবে কাজ করবেন এবং বেআইনি দখলদারির বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অন্যদিকে, শিবসেনা (ইউবিটি) নেতারা জানান, মহাযুতির স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং নির্বাচিত প্রার্থীদের মারাঠি পরিচয়ের প্রতি সম্মান জানিয়েই তাঁরা প্রার্থী না দেওয়ার কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর থেকেই বালুচিস্তান সংকটের শিকড় : রিপোর্ট

কাবুল, ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : বালুচিস্তানে সাম্প্রতিক হামলাগুলি কেবল নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জই নয়, বরং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ব্যর্থতার প্রতিফলন এমনই মন্তব্য উঠে এসেছে আফগানিস্তানের প্রধান সংবাদমাধ্যম খামা প্রেসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, প্রদেশে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার শিকড় পাকিস্তানের স্বাধীনতার সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বালুচিস্তানের ক্ষোভ ও বঞ্চনার প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরেই উপেক্ষিত। জোরপূর্বক গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। অধিকারকর্মীদের মতে, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে অনেকের কাছে সশস্ত্র প্রতিরোধই একমাত্র বিকল্প হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

গত ৩১ জানুয়ারি বালুচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) 'অপারেশন হেরফ ২.০' নামে ১২টি জেলায় সমন্বিত হামলা চালায়, যার মধ্যে কোয়েটা, গওয়াদর ও মাসতুং উল্লেখযোগ্য। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই অভিযানে ১৭ জন পুলিশকর্মী ও ৩১ জন সাধারণ নাগরিক নিহত হন। পাল্টা অভিযানে ১৪৫ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে পাকিস্তানি বাহিনীর দাবি, যদিও বিএলএ এই সংখ্যাকে বিতর্কিত বলেছে। হামলায় গুলিবর্ষণ, আত্মঘাতী বিস্ফোরণ এবং অস্থায়ীভাবে থানা ও সরকারি দফতর দখলের ঘটনা ঘটে। এরপর বালুচিস্তানে নিরাপত্তা অভিযান জোরদার হয়েছে বলে খবর। মানবাধিকার কর্মীদের একাংশ স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি আচরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এক মতামত নিবন্ধে বলা হয়েছে, বালুচিস্তানের সাম্প্রতিক সহিংসতা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং পাকিস্তানের স্বাধীনতার সময় থেকে চলা সংঘাতের নাটকীয় বৃদ্ধি। এই সংকট বোঝার জন্য ঐতিহাসিক বঞ্চনা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক ব্যর্থতার দিকে নজর দিতে হবে।

পাকিস্তানের মোট ভৌগোলিক এলাকার ৪৪ শতাংশ জুড়ে বিস্তৃত বালুচিস্তানে দেশের মাত্র ৬ শতাংশ মানুষ বাস করেন। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এটি পাকিস্তানের দরিদ্রতম প্রদেশ। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে বাস করেন এবং বেকারত্বের হার ৩৩ শতাংশ। সুই গ্যাসক্ষেত্র থেকে পাকিস্তানের প্রায় ৩৫-৪০ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ হয়। এছাড়া তামা, সোনা ও কয়লার উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডার রয়েছে।

চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর (সিপিইসি), বিশেষ করে গওয়াদর বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প নিয়েও স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। অভিযোগ, ভূমি অধিগ্রহণ, কর্মসংস্থানে বঞ্চনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ার ফলে অর্থনৈতিক প্রান্তিকীকরণ বাড়ছে।

সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ জোরপূর্বক গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকে কেন্দ্র করে। বালুচ ইয়াকজেহতি কমিটি (বিওয়াইসি) ২০২৫ সালে ১,২২৩টি গুমের ঘটনার কথা জানিয়েছে। বালুচিস্তান হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল ২০২৫ সালে ১,৪৫৫টি ঘটনার নথিভুক্তির দাবি করেছে, যার মধ্যে ১,৪৪৩ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা। তাদের তথ্যানুসারে, বছরের শেষে ১,০৫২ জন নিখোঁজ ছিলেন, ৩১৭ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়, ৮৩ জন হেফাজতে নিহত হন এবং তিনজনকে জেলে পাঠানো হয়।

বিওয়াইসি-র বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২৫ সালে ১৮৮টি কথিত বিচারবহির্ভূত হত্যার উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে ৭৫টি 'কিল অ্যান্ড ডাম্প' নীতির সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ। মাকরান বিভাগ ও আওয়ারান জেলা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বালুচিস্তানে পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর প্রায় ৭৩৬টি স্থায়ী ও ৩০০টি অস্থায়ী চেকপোস্ট রয়েছে, যা সমালোচকদের মতে এক ধরনের সামরিকীকরণের চিত্র তুলে ধরে। বালুচ বিদ্রোহে নারী আত্মঘাতী হামলাকারীদের অংশগ্রহণও লক্ষ্য করা গেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এই অংশগ্রহণ প্রতীকী গুরুত্ব বহন করে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের উপসংহারে বলা হয়েছে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও ন্যায্য সম্পদ বন্টনের দাবিকে প্রায়শই বিচ্ছিন্নতাবাদ হিসেবে দেখা হয়েছে এবং ভিন্নমতকে 'রাষ্ট্রবিরোধী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সমালোচকদের মতে, সংলাপের পরিবর্তে নিরাপত্তা-কেন্দ্রিক কৌশল পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে এবং শিক্ষিত শহুরে যুবকদের একাংশকে বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রান্তিকীকরণ, অর্থনৈতিক শোষণ ও অধিকার সংক্রান্ত সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া সামরিক পদক্ষেপে এই সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

ঝাড়খণ্ডের লাতেহারে বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ৫০ হাজার টাকার পুরস্কারপ্রাপ্ত মাওবাদী কমান্ডার

লাতেহার (ঝাড়খণ্ড), ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ঝাড়খণ্ডের লাতেহার জেলায় বিশেষ অভিযানে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কারপ্রাপ্ত এক মাওবাদী কমান্ডারকে তার দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার এ তথ্য জানিয়েছেন পুলিশ কর্তারা। গ্রেপ্তার হওয়া কমান্ডারের নাম আদেশ গাঞ্জু। তিনি নিষিদ্ধ তৃতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি (টিএসপিসি)-র সক্রিয় সদস্য বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তাঁর দুই সহযোগী উজ্জ্বল কুমার ও সুভাষ কুমারকেও আটক করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি এবং চরমপন্থী কার্যকলাপ সংক্রান্ত নথিপত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

লাতেহারের পুলিশ সুপার (এসপি) কুমার গৌরব জানান, নির্দিষ্ট গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে, আদেশ গাঞ্জু ও চার-পাঁচজন সশস্ত্র ক্যাডার বারিয়াতু থানার অন্তর্গত বানওয়ার গ্রামের কাছে পাকরুয়া জঙ্গলে আত্মগোপন করে রয়েছে। তারা এলাকায় বড় ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার ছক কষছিল বলেও অভিযোগ। খবর পাওয়ার পর এসপি একটি বিশেষ অভিযানে দল গঠন করেন। পরে জঙ্গলে সমন্বিত তল্লাশি ও ঘেরাও অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনী তিনজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। তবে অন্ধকার এবং ঘন জঙ্গলের সুযোগ নিয়ে আরও কয়েকজন ক্যাডার পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

এক সাংবাদিক বৈঠকে এসপি গৌরব জানান, আদেশ গাঞ্জু দীর্ঘদিন ধরে টিএসপিসির সঙ্গে যুক্ত এবং লাতেহার ও চাত্রা জেলায় একাধিক ঘটনায় তার জড়িত থাকার প্রমাণ রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে লেভি আদায়, তোলাবাজি, গুলি চালানো, অগ্নিসংযোগ-সহ নকশাল-সংক্রান্ত মোট ২১টি মামলা রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার এড়াতে এবং ঠিকাদার, ব্যবসায়ী ও অবকাঠামো প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করতে গাঞ্জু একাধিক ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তাঁর ব্যবহৃত নামগুলির মধ্যে রয়েছে প্রভাকর, কৌশল, উপেন্দ্র ও বিক্রম। তিনি বালুমাথ, টান্ডওয়া, সিমারিয়া, লাভালাউং, কেরেদারি, খালারি এবং ম্যাকলাস্কিগঞ্জ এলাকায় সক্রিয় ছিলেন বলে জানা গেছে।

সুভাষ কুমারের বিরুদ্ধে চাত্রা জেলায় একটি মামলা রয়েছে। উজ্জ্বল কুমারের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রয়েছে। টিএসপিসি নেটওয়ার্কের অন্যান্য সদস্য, তাদের আস্তানা, অর্থের উৎস এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

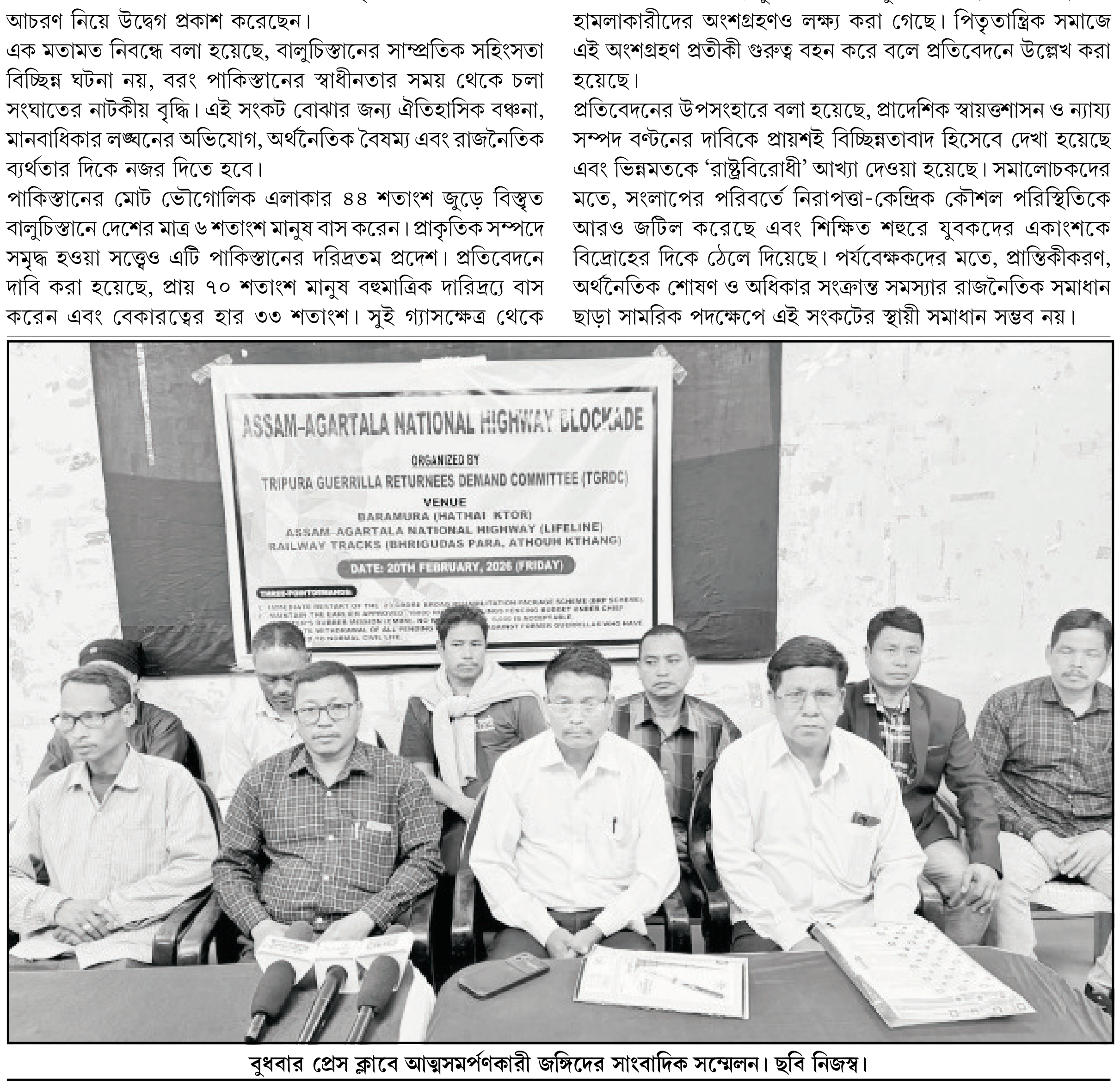

বুধবার প্রেস ক্লাবে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

পাটনায় হাই কোর্টের আইনজীবির আংশিক দগ্ধ দেহ উদ্ধার, রহস্য ঘিরে তদন্ত শুরু

পাটনা, ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : বিহারের পাটনার কদমকুয়াঁ থানার অন্তর্গত রাজেন্দ্র নগর এলাকায় নিজ বাসভবন থেকে পাটনা হাই কোর্টের এক মহিলা আইনজীবির আংশিক দগ্ধ দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার সকালে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই আইনজীবী মহলসহ এলাকায় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতা ৬৫ বছর বয়সি ডা. ইন্দ্রা লক্ষ্মী পাটনা হাই কোর্ট ও সিভিল কোর্টের প্র্যাকটিসিং আইনজীবি ছিলেন। রাজেন্দ্র নগর রোড নম্বর ২-এ অবস্থিত তাঁর দুইতলা বাড়ি থেকে আংশিক দগ্ধ দেহ উদ্ধার করা হয়। ডা. লক্ষ্মী ওই বাড়িতে একাই থাকতেন। তাঁর স্বামী অমরেন্দ্র কুমার ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে থাকেন এবং কন্যা বেঙ্গালুরুতে বসবাস করেন। পরিবারের সদস্যদের ঘটনাটি জানানো হয়েছে।

কদমকুয়াঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (এসএইচও) জানান, বুধবার সকালে বাড়ির ভাড়াটিয়ারা ঘরের ভিতরে আংশিক দগ্ধ দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। সকাল প্রায় ৮টা নাগাদ খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে এবং তদন্ত শুরু করে।

ঘটনাস্থলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের ডাকা হয়েছে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু নাকি পরিকল্পিত অপরাধ, তা এখনও নিশ্চিত নয়। পুলিশ ভাড়াটিয়া ও আশপাশের বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। পাশাপাশি আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে কোনো অপরাধমূলক তৎপরতার ইঙ্গিত আছে কি না তা জানতে।

মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাটনা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (পিএমসিএইচ)-এ পাঠানো হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় আইনজীবী মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে এবং সিভিল কোর্টের কার্যক্রম প্রভাবিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাটনা আইনজীবি সমিতি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

ধর্মঘটের সমর্থনে বুধবার এআইটিইউসি-এআইকেএস'র সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

তড়িঘড়ি মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে লাভের চেয়ে ছাড়ই বেশি দিল ঢাকা বাংলাদেশি গণমাধ্যমের বিশ্লেষণ

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সদ্য ঘোষিত পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তিতে বাংলাদেশ শুল্কে আংশিক ছাড় পেলেও এর বিনিময়ে বড় ধরনের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত শুল্ক ১৯ শতাংশে নামানো হলেও তা সামান্য স্বস্তি, যার বিনিময়ে বিলিয়ন ডলারের পণ্য ক্রয় এবং অন্যান্য শর্তে সম্মত হতে হয়েছে ঢাকাকে।

৯ ফেব্রুয়ারি সই হওয়া 'এগ্রিমেন্ট অন রিসিপ্রোকাল ট্রেড' শুধু শুল্ক হ্রাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, বাণিজ্য ও ডিজিটাল অবকাঠামোকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাববলয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি কাঠামো তৈরি করেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, চুক্তির কিছু ধারা ঢাকার সঙ্গে বেইজিংয়ের বর্তমান সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশে বাণিজ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সামরিক সহযোগিতায় চীনের উপস্থিতি বেড়েছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশকে মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে এবং একই সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু দেশ থেকে প্রতিরক্ষা ক্রয় সীমিত রাখতে হবে। বিশ্লেষণে এই নির্দিষ্ট দেশ শব্দবন্ধকে চীনা সরবরাহকারীদের প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চুক্তির ৪.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বাংলাদেশ যদি কোনও "নন-মার্কেট কান্ট্রি"-র সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য বা অগ্রাধিকারমূলক অর্থনৈতিক চুক্তি করে, যা যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক পরিভাষায় চীন ও রাশিয়াকে বোঝায়, তাহলে ওয়াশিংটন পুরো চুক্তি বাতিল করে শাস্তিমূলক শুল্ক পুনর্বহাল করতে পারবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা বাণিজ্য সহজ ও জোরদার করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-র বিশিষ্ট ফেলো মোস্তাফিজুর রহমানকে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই চুক্তি বাণিজ্যের পূর্ণ অস্ত্রীকরণ-এর মাধ্যমে অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সাধারণ নির্বাচন যখন বৃহস্পতিবার নির্ধারিত, তখন মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার কেন এমন একটি চুক্তি তড়িঘড়ি সই করল, যা কার্যকর করার দায়িত্ব নির্বাচিত সরকারের ওপর পড়বে। বিশ্লেষণে দাবি করা হয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী একাধিক মার্কিন পণ্যে বাংলাদেশকে শূন্য শুল্ক দিতে হবে এবং কিছু পণ্যে পাঁচ ও দশ বছরের মধ্যে ধাপে ধাপে শুল্ক কমাতে হবে, যার সূচনা হবে চুক্তি কার্যকর হওয়ার দিন থেকেই ৫০ শতাংশ হ্রাসের মাধ্যমে। এতে সরকারের রাজস্ব আয়ে বড় প্রভাব পড়তে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক মডেলিং নেটওয়ার্কের নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান মন্তব্য করেছেন, চুক্তিটি অত্যন্ত অসম, যেখানে বাংলাদেশের ওপর দীর্ঘ তালিকার বাধ্যবাধকতা চাপানো হয়েছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা সীমিত। তাঁর মতে, সামান্য শুল্কছাড়ের বিনিময়ে এত বড় মূল্য দেওয়া যৌক্তিক কি না, তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন ওঠে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ১৪টি বোয়িং বিমান কিনবে, যা দেশের বিমান পরিবহণ খাতকে ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী এয়ারবাসের দিক থেকে সরিয়ে আনবে। কৃষিখাতে বাংলাদেশ অন্তত ৩.৫ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন কৃষিপণ্য গম, সয়াবিন, তুলা ও ভুট্টা আমদানি করবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া ১৫ বছরে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলারের জ্বালানি পণ্য ক্রয়ের কথাও যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে। প্রতিবেদনের উপসংহারে বলা হয়েছে, এই নির্দিষ্ট ক্রয় প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে বাংলাদেশ কার্যত মার্কিন কৃষিপণ্যের প্রবেশ প্রক্রিয়া সহজ করছে এবং পূর্বের প্রশাসনিক জটিলতা দূর করছে।

প্রাক্তন কলকাতা পুলিশ কমিশনারের পুত্র সাইবার জালিয়াতির শিকার, ওড়িশা থেকে গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : প্রাক্তন কলকাতা পুলিশ কমিশনার তথা বর্তমান ডিরেক্টর অব সিকিউরিটি মনোজ বর্মার পুত্র সাইবার প্রতারণার শিকার হয়েছেন। বুধবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

জানা গিয়েছে, মনোজ বর্মার পুত্র পীযূষ বর্মা ২ ফেব্রুয়ারি লালবাজারের সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতারণার মাধ্যমে ৩০ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি দিল্লিতে ঘটলেও অভিযোগ দায়ের করতে তিনি কলকাতায় আসেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পীযূষ বর্মা দিল্লিতে ভাড়া ফ্ল্যাট খুঁজছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁর ইউপিআই আইডি ব্যবহার করে একটি অর্থপ্রদান করেন। পরে তিনি দেখেন, অনুমতি ছাড়াই তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ৩০ হাজার টাকা ডেবিট হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে লালবাজার সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে ওড়িশা থেকে রাকেশ প্রধান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে রাকেশ দাবি করেছেন, দিল্লির দুই ব্যক্তিসঞ্জয় ও অক্ষয়তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছিলেন। ওই দু'জনের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃত রাকেশ বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই চক্রে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

ক্রমবর্ধমান সাইবার প্রতারণা রুখতে কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যেই ২৪ ঘণ্টার সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন চালু করেছে। মঙ্গলবার লালবাজার সাইবার ক্রাইম থানায় এই হেল্পলাইনের উদ্বোধন করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার। টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-৩৪৫০০৬৬ চালু হয়েছে। নাগরিকরা দিন বা রাত যে কোনও সময় এই নম্বরে ফোন করে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত সহায়তা নিতে পারবেন বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ।

বাজেট ২০২৬-২৭ : রাজ্যগুলিতে কর হস্তান্তর ২.৭ লাখ কোটি টাকা বেড়েছে, জানালেন অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বুধবার জানিয়েছেন, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে রাজ্যগুলিতে কর হস্তান্তর ও কেন্দ্র প্রায় ভর্তুকিমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানান্তরিত মোট সংস্থান দাঁড়াচ্ছে প্রায় ২৫.৪৪ লাখ কোটি টাকা, যা ২০২৫-২৬-এর তুলনায় ২.৭ লাখ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

লোকসভার ভাষণে তিনি বিরোধী দলের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, কেন্দ্র রাজ্যগুলিতে সংস্থার হস্তান্তর কমায়নি, বরং বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। সব রাজ্যের পাওনা অর্থ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে কোনো দ্বিধা থাকার সুযোগ নেই।

অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র নেট কর আয়ের ৪১ শতাংশ রাজ্যগুলিতে হস্তান্তর করছে। এই হিসাবও সিএজি দ্বারা নিরীক্ষিত হয়। তিনি বলেন, করের নেট আয়ে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সেস অর্থও রাজ্যগুলিতে পৌঁছায়। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সড়ক সম্পর্কিত বিভিন্ন সেস পরে রাজ্যগুলিতে হস্তান্তরিত হয়।

তিনি আরও জানান, ২০২৬-২৭ বাজেটে মোট মূলধনী বিনিয়োগ ১৭.১৫ লাখ কোটি টাকা ধরা হয়েছে, যার ৪ গুণ গুণিতক শক্তি অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে। কেন্দ্রের মূলধনী ব্যয় ১২.২২ লাখ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৩.১ শতাংশ এবং ২০২৫-২৬-এর তুলনায় ১১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রপ্রায় প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যগুলিতে হস্তান্তরসহ এই ১৭.১৫ লাখ কোটি টাকার মূলধনী ব্যয় জিডিপির ৪.৪ শতাংশ হয়।

অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন, বাজেটে ৪.৩ শতাংশের লক্ষ্য সাপেক্ষে উন্নয়নমূলক ব্যয় কমানোর বিরোধীদের দাবি অসঙ্গত। তিনি বলেন, কেন্দ্রের সব প্রকল্প সকল রাজ্যের জন্য উন্মুক্ত এবং কোনো রাজ্যকে বাদ দেওয়ার ইচ্ছে নেই। তিনি রাজ্যগুলিকে আহ্বান জানিয়েছেন মেগা ফুড পার্ক, আইটি পার্ক, স্মার্ট সিটি এবং জলপথ প্রকল্পে সহায়তার জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

সীতারামন বলেন, যেকোনো রাজ্য, যদি সম্ভাব্য প্রকল্প থাকে, পিএম গতি শক্তি ফিল্টারের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারে। রাজ্যগুলো মেডিকেল সেন্টার এবং এলাইড এন্ড হেল সার্ভিসেস হাব স্থাপনের জন্য আবেদন করতে পারবে। এটি চিকিৎসা শিক্ষার সমস্ত দিক এবং রোগী চিকিৎসার হাসপাতাল এক কেন্দ্রে সংযুক্ত করবে।

তিনি আরও জানান, উচ্চ-মূল্যের কৃষি ও উদ্যানজাত ফসল যেমন নারকেল চাষে বাজেটের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা প্রায় ১ কোটি কৃষকের উপকার করবে। কৃষি ক্ষেত্রে ডিজিটাল সাপোর্টের মাধ্যমে 'অ্যাগ্রি স্ট্যাক' চালু করা হচ্ছে, যা মাটি ও সার সম্পর্কিত তথ্য ধারণ করবে এবং কৃষকের আয় ও উৎপাদন বাড়াবে। এছাড়াও, মানসম্মত বীজ ও সময়মতো সেচের মতো বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রক্রিয়ার তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অর্থমন্ত্রী বলছেন, বাজেটে শ্রমনিষ্ঠ খাত, ঐতিহ্যবাহী শিল্প এবং কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যাতে রাজ্যগুলো আরও সম্পদ ব্যবহার করে উন্নতি করতে পারে।

ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় সাসপেন্ডেড আধিকারিকের ১.০৩ কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত করল ইডি

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় সাসপেন্ডেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এক আধিকারিকের প্রায় ১.০৩ কোটি টাকার সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত (অ্যাটাচ) করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার সংস্থার তরফে জারি বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ধৃত আধিকারিকের নাম হিতেশ কুমার সিঙ্গলা। অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর আওতায় তাঁর সম্পত্তি সংযুক্ত করা হয়েছে। সংযুক্ত সম্পত্তির মধ্যে এমন কিছু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের অর্থও রয়েছে, যেগুলি 'মিউল অ্যাকাউন্ট' হিসেবে ব্যবহার করে অপরাধলব্ধ অর্থ সরানো হয়েছে বলে অভিযোগ। গত ৯ ফেব্রুয়ারি প্রোভিশনাল অ্যাটাচমেন্ট অর্ডার (পিএও) জারি করা হয়।

মুম্বইয়ের সিবিআই অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরো (এসিবি) দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করে। সিঙ্গলা ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ৩১৬(৫) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮---এর ১৩(২) ধারায় (১৩(১)(এ) সহ) মামলা রুজু হয়েছে।

দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গত বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর আমেদাবাদ জংশন রেলস্টেশন থেকে ইডি তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে মুম্বইয়ের বিশেষ পিএমএলএ আদালতে প্রসিকিউশন কমপ্লেইন্ট (চার্জশিট) দাখিল করা হয়। গত ২১ জানুয়ারি আদালত মামলাটি গ্রহণ করে। বর্তমানে তিনি মুম্বইয়ের আর্থার রোড জেলে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।

ইডি জানিয়েছে, তদন্তে উঠে এসেছে যে মে ২০২৩ থেকে জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে সিঙ্গলা অনুমতি ছাড়াই একাধিক গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট জালিয়াতির মাধ্যমে বন্ধ করে দেন। এর মধ্যে ছিল টার্ম ডিপোজিট (টিডি), পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিপিএফ), সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিম (এসসিএসএস), সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও কারেন্ট অ্যাকাউন্ট।

এই অ্যাকাউন্টগুলি থেকে সরানো অর্থ তাঁর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় (এসবিআই) থাকা ব্যক্তিগত সেভিংস অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয় বলে অভিযোগ। তদন্তে আরও জানা গেছে, প্রায় ২৩০টি গ্রাহক অ্যাকাউন্টকে টার্গেট করা হয়েছিল, যার অধিকাংশই প্রবীণ নাগরিক, অপ্রাপ্তবয়স্ক, মৃত অ্যাকাউন্টধারী অথবা দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকা অ্যাকাউন্ট যাতে সহজে ধরা না পড়া যায়।

মোট প্রায় ১৬.৮০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। ইডির দাবি, এই অর্থ পরে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ, রিয়েল-মানি গেমিং প্ল্যাটফর্ম, ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন এবং ব্যক্তিগত খরচে ব্যবহার করা হয়। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এখনও চলছে বলে জানিয়েছে ইডি।

হিংসার কবলে পড়া মানুষদের অতীত ভুলে শান্তি ও উন্নয়নের জন্য একসাথে কাজ করার আহ্বান মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর

ইম্ফল, ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইউমন খেমচন্দ সিংহ বুধবার হিংসার কবলে পড়া অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের সঙ্গে দেখা করার সময় অতীত বৈরিতা ভুলে শান্তি ও উন্নয়নের জন্য একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

দক্ষিণ অসমের সীমানায় অবস্থিত মিশ্র জনসংখ্যার জিরিবাম জেলার তার প্রথম সফরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চলুন শেষ দুই বছরকে একটি দুঃস্বপ্ন হিসেবে ধরি। এটি ভুলে শান্তি ও উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাহসী হই।

সিংহ প্রথমে জিরিবাম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ক্যাম্পাসে মেইতেই আইডিপিএস-এর ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি আস্থা পুনঃস্থাপনের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

জিরিবাম মানিপুরের প্রবেশদ্বার এবং ব্যবসায়িক হাব হয়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন মুম্বাই ভারতের ব্যবসায়িক রাজধানী, তেমনি জিরিবাম মানিপুরের মুম্বাই হতে পারে। কিন্তু ব্যবসা বিকাশের জন্য প্রথমেই শান্তি আনতে হবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর তিনি কালিনগর ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন, যেখানে কুকি-জো সম্প্রদায়ের হমার উপজাতীয় আইডিপিএস-এর আশ্রয় নিয়েছে। তিনি অনুরোধ করেন, শেষ দুই বছরকে একটি দুঃস্বপ্ন মনে করে সাহস নিয়ে শান্তি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলুন।

হমার আইডিপিএস-এর খ্রিস্টান ধর্মকে উল্লেখ করে সিংহ বলেন, খ্রিস্টধর্ম ক্ষমা এবং প্রতিবেশীদের প্রতি ভালোবাসা শেখায়, এমনকি শত্রুর প্রতি ও। তিনি ২০২৩ সালে হিংসার সাক্ষী জারলপোকপি হমার গ্রামও পরিদর্শন করেন।

গত বছরের ৮ ডিসেম্বর থেকে কুকি-জো গ্রামের এটি মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় সফর। তিনি তখন উখরুল জেলার লিতান সারাইখংয়ে কুকি গ্রাম পরিদর্শন করেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমার মনে হয় কেউ মানিপুরি পরিচয়ের ধারণা ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। আমরা প্রথমে ভারতীয়, তারপর মানিপুরি। আমরা মানিপুরি নাগা, মানিপুরি কুকি বা মানিপুরি মেইতেই হতে পারি। আমাদের এই সমবায়িক পরিচয় পুনর্গঠন করতে হবে। হমার গ্রামবাসীরা সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করেন এবং স্কুল ভবন নির্মাণের মতো স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর আহ্বান জানান।

পরবর্তীতে সিংহ মঙ্গবুং মেইতেই গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। তারা বিদ্যমান গ্রামের রাস্তার সংস্কারের জন্য অনুরোধ করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের উন্নয়নের আশ্বাস দিয়ে বলেন, দুই সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে আস্থা পুনঃস্থাপনের জন্য যোগাযোগ শুরু করা প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত সপ্তাহে শপথ গ্রহণের পর এটি আমার প্রথম সফর ইম্ফলের বাইরে। আমি বিশ্বাস করি জিরিবাম মানিপুরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের একটি এবং ব্যবসায়িক কেন্দ্র হয়ে উঠার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এই স্বপ্ন পূরণের জন্য শান্তি অপরিহার্য। আইডিপিএস-দের সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি বলেন, জেলা প্রশাসন তাদের সমস্যা সমাধান করছে। গৃহহীন আইডিপিএস-দের জন্য বাড়ি নির্মাণের কাজ চলমান এবং মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার আশা রয়েছে। সিংহ জিরিবাম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ত্রাণ শিবিরে বৃদ্ধ মহিলার জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ার স্কিমের আওতায় হুইলচেয়ারও উপহার দেন।সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রদায় ও জাতি বিভাজনমুক্ত একক মণিপুর গঠনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। আইডিপিএস-এর পুনর্বাসন নিয়ে তিনি বলেন, প্রক্রিয়া রাষ্ট্রপতির শাসনকালের সময় শুরু হয়েছিল এবং তার সরকার এই সমস্যার সমাধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যদিও নির্দিষ্ট সময়সূচি ঘোষণা করা এখনও সময়সাপেক্ষ।সিংহ যখন বিদ্যানগর হেলিপ্যাডে পৌঁছান, তখন তাদের জেলা প্রশাসন, ডেপুটি কমিশনার কৃষ্ণ কুমার, পুলিশ সুপার প্রখর পাণ্ডে এবং জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তারা স্বাগত জানান।

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের আর্থিক স্বাস্থ্য, শাসন ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি জোরদারের জন্য আরবিআই-এর নতুন পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি : রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) ভারত সরকার ওযুধসম্মত পরামর্শে জানিয়েছে, ১৯ জানুয়ারি থেকে ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনসিডিসি)-কে কোঅপারেটিভ সোসাইটিগুলিতে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাঙ্কগুলো যে ঋণ অনুমোদন করবে, তা প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য যোগ্য হবে। এটি রিজিয়নাল রুরাল ব্যাঙ্ক, আরবান কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক, স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক এবং লোকাল এরিয়া ব্যাঙ্কের বাইরে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির জন্য প্রযোজ্য। এই ঋণসমূহ প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং, ২০২৫-এর মাস্টার ডিরেকশন-এ নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য। ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনসিডিসি), যা কোঅপারেশন মন্ত্রকাধীন একটি আইনি সংস্থা, কোঅপারেটিভগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে এবং কোঅপারেটিভ আন্দোলনের বৃদ্ধিকে সরাসরি ত্বরান্বিত করে।

ভারত সরকার ও আরবিআই কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের আর্থিক স্বাস্থ্য, শাসন ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি জোরদারের জন্য এবং জমার নিরাপত্তা, ঋণের সহজলভ্যতা ও সতর্ক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধান পদক্ষেপগুলো হল, আরবান কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক (ইউসিবি) নতুন শাখা খোলার অনুমতি পেয়েছে। ইউসিবি-এর হাউজিং লোন সীমা মোট ঋণ ও অ্যাডভান্সের ১০ু থেকে ২৫ু-এ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালক মেয়াদের সীমা ৮ বছর থেকে ১০ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। আধার-সক্ষম পেমেন্ট সিস্টেম-এ কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক অন্তর্ভুক্তির জন্য লাইসেন্সিং ফি হ্রাস করা হয়েছে। ন্যাশনাল আরবান কো-অপারেটিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড স্থাপন করা হয়েছে, যা আরবান কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিকে আইটি অবকাঠামো ও অপারেশনাল সাপোর্ট প্রদান করবে। 'সাহাকার সরথী' নামের একটি শেয়ার্ড সার্ভিসেস এন্টিটি গ্রামীণ কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ককে প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান করবে। গ্রামীণ কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলো আরবিআই-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ইন্টিগ্রেটেড ওম্বডসম্যান স্কিম-এ। ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স অ্যান্ড ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন সব কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের জন্য প্রতি জমাদাতা প্রতি ব্যাঙ্ক ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত (মূলধন ও সুদসহ) ডিপোজিট বীমা প্রদান করছে। এই তথ্য আজ রাজ্যসভায় অর্থ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী প্রদান করেছেন।

উত্তরপ্রদেশে ৯.১২ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট পেশ

লখনউ, ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : উত্তরপ্রদেশ অর্থমন্ত্রী সুরেশ খন্না বুধবার ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৯, ১২,৬৯৬.৩৫ কোটি টাকার বাজেট সংসদে উপস্থাপন করেছেন, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১২.৯ শতাংশ বেশি। বাজেটে ৪৩,৫৬৫.৩৩ কোটি টাকার নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরকারের বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে মূলধন ব্যয়, আর্থিক শৃঙ্খলা, আইনশৃঙ্খলা শক্তিশালীকরণ এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা অবকাঠামো সম্প্রসারণে। মূলধন ব্যয় মোট বাজেটের ১৯.৫ শতাংশ ধরা হয়েছে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ১২.৪ শতাংশ, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা ৬ শতাংশ এবং কৃষি ও সহায়ক খাতে ৯ শতাংশ। ১৬তম কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য রাজ্যের ঘাটতি জিডিএসপি-এর ৩ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, যা ২০৩০-৩১ পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকবে।

খন্না জানান, সরকার যথাযথ আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্যের ঋণ-জিডিএসপি অনুপাত ২০১৬-১৭ সালে ২৯.৩ শতাংশ থেকে ২০১৯-২০ সালে ২৭.৯ শতাংশে কমে যায়। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ২০২১-২২ সালে এটি ৩৩.৪ শতাংশে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ২০২৪-২৫ সালে তা ২৭ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। লক্ষ্য ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ২৩.১ শতাংশে এবং মধ্যমেয়াদে ২০ শতাংশের নিচে আনা।

পুলিশ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১৬ সালের তুলনায় লুটপাট, খুন, দাঙ্গা, অপহরণ এবং ডাকাতি যথাক্রমে ৮৯, ৮৫, ৪৭, ৭০ ও ৬২ শতাংশ কমেছে। নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ এবং সংবিধানজাতিত অত্যাচারেও হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে। বাজেটে পুলিশ অফিস, রেসিডেনশিয়াল সুবিধা, নতুন জেলা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও মহিলা বিট অফিসারদের যানবাহনের জন্য যথাক্রমে ১,৩৭৪ কোটি, ১,২৪৩ কোটি, ৩৪৬ কোটি, ২০০ কোটি ও ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষায় মোট ১৪,৯৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ। রাজ্যে বর্তমানে ৮১টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে ৪৫টি সরকারি ও ৩৬টি বেসরকারি। ১৬টি অগ্রসর জেলা মেডিকেল কলেজ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে প্রতিষ্ঠিত হবে।

এমবিবিএস আসন ২০১৭ সালের ৪,৫৪০ থেকে ১২,৮০০-এ এবং পোস্টগ্র্যাজুয়েট আসন ১,২২১ থেকে ৪,৯৯৫-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন ১৪টি মেডিকেল কলেজের জন্য ১,০২৩ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। মেডিকেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের জন্য ৩৭, ৯৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ, যা গত বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি। ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশনের জন্য ৮,৬৪১ কোটি এবং আয়ুষ্মান ভারত জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা মিশনের জন্য ২,০০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। ৪৯.২২ লাখ পরিবার আয়ুষ্মান ভারত --- মুখ্যমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা থেকে সুবিধা পাচ্ছে।

লখনউ ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের জন্য ৩১৫ কোটি এবং অচিকিৎসনীয় রোগের জন্য ১৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি ৭৫টি জেলায় কার্যকর, এবং সংক্রামক রোগগুলি ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভিল্যান্স পোর্টালের মাধ্যমে মনিটর করা হচ্ছে। রাজ্যের জিডিএসপি ২০২৪-২৫ প্রায় ৩০.২৫ লাখ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় ১৩.৪ শতাংশ বৃদ্ধি। মাথাপিছু আয় ২০১৬-১৭ সালে ৫৪,৫৬৪ টাকা থেকে ২০২৫-২৬-এ ১,২০,০০০ টাকা পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার দাবি করেছে, প্রায় ছয় কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়েছে, বেকারত্বের হার ২.২৪ শতাংশে নেমেছে। এসডিজি ইন্ডিয়া ইনডেক্সে-এ রাজ্যের র‍্যাঙ্কিং ২০১৮-১৯ সালে ২৯ থেকে ২০২৩-২৪ সালে ১৮-এ উন্নীত হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ চতুর্থ গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রায় ৫০ লাখ কোটি টাকার মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা প্রায় ১০ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। ১৬, ০০০ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছে, যার মোট বিনিয়োগ প্রায় ১৫ লাখ কোটি টাকা। উত্তরপ্রদেশ ভারতের মোবাইল ফোন উৎপাদনের ৬৫ শতাংশ এবং দেশের ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট ইউনিটের ৫৫ শতাংশের জন্য পরিচিত। ইলেকট্রনিক্স রপ্তানি ৪৪, ৭৪৪ কোটি টাকা পৌঁছেছে। রাজ্য স্টার্টআপ র‍্যাঙ্কিং-এ লিডার ক্যাটাগরিতে এবং ল্যান্ডলকড রাজ্যগুলোর মধ্যে এক্সপোর্ট প্রিপার্ডনেস ইনডেক্স ২০২৪-এ প্রথম স্থানে রয়েছে।

প্রযুক্তিনির্ভর বৃদ্ধির জন্য নতুন ও উদীয়মান প্রযুক্তি মিশন ঘোষণা, ডেটা অথরিটি প্রতিষ্ঠা এবং ৮টি ডেটা সেন্টার পার্কের মোট ৯০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা স্থাপন করা হয়েছে। এআই মিশন এবং "টেক যুব সমর্থ যুবা যোজনা" যুবকদের প্রশিক্ষণ ও সুযোগ দেবে। কৃষিতে রাজ্য গম, ধান, চিনি, আলু ও বিভিন্ন ফলফুল উৎপাদনে দেশে শীর্ষে। কৃষক আয় বাড়াতে এবং বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করতে কৃষি রপ্তানি হাব উন্নয়ন করা হবে।

সেচের এলাকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, ফসলের ঘনত্ব ২০১৬-১৭-এ ১৬২.৭ শতাংশ থেকে ২০২৪-২৫-এ ১৯৩.৭ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাপীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০২৫-২৬ সালে (ডিসেম্বর পর্যন্ত) ৯,১২০ মেগাওয়াট এবং সৌর ক্ষমতা ২,৮১৫ মেগাওয়াট। শিল্প উন্নয়নের জন্য নতুন সরদার বল্লভভাই প্যাটেল কর্মসংস্থান ও শিল্প অঞ্চল প্রকল্পের জন্য ৫৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ। মুখ্যমন্ত্রী যুব স্ব-উদ্যোগ যোজনা চালু হবে। ঞ্ঞ্ঞ মডেলে দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র সম্প্রসারিত হবে, নারীদের জন্য বিশেষ কেন্দ্রও থাকবে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 18/EE/DWS/DIVN/KCP/2025-26

The Executive Engineer, DWS Division Kanchanpur, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage:/ item rate e-tender for the following works:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIe-T No:64/EE/ DWS/KCP/2025-26	9,70,242.70	19,405.00	45 Days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 17-02-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 17-02-2026 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee : Rs. 1,000.00 [Non refundable]
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-4271/26
Executive Engineer
DWS Division kanchanpur,
North Tripura.

P'NIET No.:71/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26, Dt.09/02/2026

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage for the following works:

Sl No.	DNIeT No.	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of opening of Bid/ Technical Bid
1	148/DNIT/EE/MNP/ PWD(R&B)/2025-26	Upto 3.00 PM on 16/ 02/2026	At 4.00 PM on 16/ 0/2026 If Possible
2	149/DNIT/EE/MNP/ PWD(R&B)/2025-26		

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in Thepress notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. SusantaDebbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B)
Mohanpur, West Tripura
ICA/C-4265/26

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 49/EE/AGRI/W/2025-26

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl No.	Name of Work & e-D.N.I.T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of Opening	Class of Tender
1	Construction of Village Knowledge Centre at Durgacherra under Old Agartala Agri. Sub-Division. (69/SE/AGRI/ EE(WEST-I) / 2025-26)	57,23,675	1,14,474	Upto 16/02/ 2026 At 2.00 PM	On 16/02/2026 At 3.00 PM (If Possible)	Appropriate Class

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuraten

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West, Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)
ICA/C-4269/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD /AGT/101/2025-26 dated: 09/02/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the manufacturer(s)/authorized dealer(s)/authorized distributor(s) / authorized OEM bidder(s)/ authorized system integrator(s) of the approved make(s) with valid Tender Specific Authorization Certificate/ (MAF) from Original Equipment Manufacturer (OEM) for full support in the project indicating DNIT No as per tender documents for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	ACE/Project Unit/ PWD Buildings/Elect/ DNIT/26/2025-26	10,817,897.00	216,358.00	40(Forty) days
2	ACE/Project Unit/ PWD Buildings/Elect/ DNIT/27/2025-26	11,560,988.00	231,220.00	40(Forty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 17/02/ 2026 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 17/02/2026, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings),
Agartala, West Tripura
Contact:700528548
ICA/C-4256/26

পাঁচ ভোটমুখী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ইভিএম-ভিভিপ্যাট সচেতনতা অভিযান শুরু ইসিআই-র

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এবং ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপ্যাট) সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। বুধবার এক সরকারি বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভোটারদের ইভিএম ও ভিভিপ্যাট যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিত করে তোলা এবং তাদের সন্দেহ-দ্বিধা দূর করাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে ইভিএম ডেমোনস্ট্রেশন সেন্টার (ইডিসি) এবং মোবাইল ডেমোনস্ট্রেশন ভ্যান (এমডিভি)-এর মাধ্যমে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট পাঁচ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের (ডিইও) দপ্তর, রিটার্নিং অফিসার ও রাজস্ব উপ-বিভাগীয় দপ্তরে ইডিসি স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে ভোটাররা সরাসরি ভোটদানের প্রক্রিয়া অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছেন এবং ইভিএম-ভিভিপ্যাটের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর জানতে পারছেন। ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইডিসি-তে আয়োজিত প্রদর্শনী শিবিরে ১ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি ভোটার অংশগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ১ লক্ষ ১৬ হাজারের বেশি ভোটার মক ভোট প্রদান করেছেন বলে কমিশন জানিয়েছে।

অন্যদিকে, মোবাইল ডেমোনস্ট্রেশন ভ্যান ইতিমধ্যেই ২৯ হাজারেরও বেশি ভোটকেন্দ্র এলাকায় পৌঁছেছে, যাতে শহর ও গ্রামীণ উভয় অঞ্চলের ভোটারদের কাছে এই সচেতনতা কর্মসূচি পৌঁছে দেওয়া যায়। কেরল, অসম, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে এই কর্মসূচির সূচনার তারিখ, কভার হওয়া ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা এবং প্রদর্শনী কেন্দ্রে উপস্থিতির বিস্তারিত তথ্যও প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।

ইভিএম/ভিভিপ্যাট সচেতনতা অভিযানের লক্ষ্য ভোটারদের হাতে-কলমে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আস্থা বৃদ্ধি, বিভিন্ন সংশয় নিরসন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আরও জোরদার করা।

কমিশন জানিয়েছে, অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন পরিচালনায় তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আগামী দিনগুলিতে ভোটার সচেতনতা কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে।

এদিকে, পৃথক এক বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে, গোয়ার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করা হবে। বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার আওতায় ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ (শনিবার) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No- e-34/AGRI/EE/MECH/2025-26

Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech.), Department of Agriculture & F.W, Office Lane, Agartala on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 03.00 P.M on 17/02/2026.

Sl No.	DNIT No.	Name of Work	Estimated Cost	Cost of Tender Document	EMD	Last Date & Time of e-bidding	Bid Opening date	Eligibility of the Bidder
1	e-14/AGRI/EE(M) /2025-26	Operation, running maintenance and repairing of plant & machinery as well as pre-operative & post shut-down, cleaning of condenser tank, condenser, in and around cold store chamber, stair case, drying shed & plant room of 3500 MT capacity Multipurpose Cold storage, Melaghar, during the year 2026.-	Rs 7,82,846.00	Rs. 1,000/	Rs. 15,657	17/02/2026 Upto 3.00 PM	17/02/2026 At 4.00 PM (If Possible)	From the reputed, experienced & financially sound registered enlisted contractor of PWD/TTAADC/ MES /CPWD/Railway/Other State PWD, entrepreneur / partnership firm / Co-operative Societies of appropriate class having trade license and experience in similar nature of work to fulfill the eligibility criteria for participation in the tender

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with O/o the undersigned if desired.

Sd/-
(Er. Falgun Debbarma)
Excutive Engineer (Mech.)
Deptt. of Agriculture & FW. ,Office Lane, Agartala
ICA/C-4261/26

P'NIeT No.:135/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated:03/02/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura' invitesonline item rate e-tender in single bid systemfrom reputed resourceful manufacturers/ authorized dealers in the line having Service Centre at Agartala/should establish service centre in Tripura after received the contract and having experience in similar nature of work (in Govt./ Govt. Undertaking building) for the following work:-

NIT No :	135/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of Work :	Providing, installation and commissioning of 02 Nos. 21 TR and 01 (one) no 16.5 TR Air cooled Ducted packaged air conditioner in the Hall No-1 of Pragna Bhavan, Capital Complex, Agartala.
Estimated Cost :	Rs. 28,60,133.00
Time of Completion :	90 Days
Bid Fee :	Rs. 1000
Earnest Money :	Rs. 57,203.00
Last date and time of Submission of Bid :	20/202/205

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division
Tripura
ICA/C-4250/26

মোগাদিশু বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণের সময় রানওয়ে ছাড়িয়ে সমুদ্রতটে যাত্রীবাহী বিমান

মোগাদিশু, ১১ ফেব্রুয়ারি : সোমালিয়ার প্রধান বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণের সময় একটি যাত্রীবাহী বিমান রানওয়ে ছাড়িয়ে পাশের সমুদ্রতটে চলে যায়। বিমানে প্রায় ৫০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়েছে।

সোমালিয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের পরিচালক আহমেদ মোয়ালিম স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানান, বিমানটি মোগাদিশুর আদেন আবদুল্লে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের প্রায় ১৫ মিনিট পর প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিমানটি উত্তরাঞ্চলীয় শহর গালকায়ো অভিমুখে যাচ্ছিল।

সমস্যা দেখা দেওয়ার পর বিমানটিকে পুনরায় নামানোর চেষ্টা করা হয়। তবে অবতরণের সময় সেটি রানওয়ে ছাড়িয়ে ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী এলাকায় গিয়ে থামে বলে জানান তিনি। ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থা স্টারস্কাই অ্যাভিয়েশন তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণে তদন্ত শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

বিজ্ঞপ্তি

Ref : Maharani Out Post GDE No-09, dt: 05/02/2026 and subsequent R.K Pur PS U/ D Case No:05/02/2026 U/S-194 BNSS-2023

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত মানব দেহের কঙ্কলের উক্ত কঙ্কালের দেহের অংশ ও মাথার অংশ আলাদা। গত ০৫-০২-২০২৬ ইং তারিখ সকালবেলা আনুমানিক ৭টা ৩০ মিনিট সময়ে উক্ত মানব দেহের কঙ্কালটি রাধাকিশোর হয়। বর্তমানে উক্ত অপরিচিত মানব দেহের কঙ্কালটি উদয়পুর টেপানিয়া গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে আছে। উক্ত অপরিচিত মানবদেহের কঙ্কালটির সম্পর্কে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের নম্বর :
১। এস পি (ডি আই জি) গোমতী
৯০৮৯৪০৮৬১০/৯৪০২১১৯৬১৩
২। ওসি রাধাকিশোরপুর থানা
৮৭৩১০৫৮৩১৪ /৮৭৯৮১৪৭৫৮৯

ICA/D-1963/26
পুলিশ সুপার, গোমতী ত্রিপুরা, উদয়পুর

সম্পত্তি বিবাদে ১০ লক্ষ টাকার ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে দিল্লি পুলিশের এএসআই গ্রেপ্তার, সিবিআইয়ের ফাঁদে ধরা

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ মেটানোর নামে ১০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে দিল্লি পুলিশের এক সহকারী সাব-ইনস্পেক্টরকে (এএসআই) গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)। বুধবার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা এ তথ্য জানিয়েছেন। ধৃতের নাম সুন্দর পাল। তিনি সি.আর. পার্ক থানায় কর্মরত ছিলেন।সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার একটি মামলা রুজু করা হয়। অভিযোগ, অভিযুক্ত এএসআই এক অভিযোগকারীর কাছ থেকে বেআইনি সুবিধা হিসেবে মোট ২৫ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। বিনিময়ে তিনি সম্পত্তি বিবাদ "মিটিয়ে দেওয়ার" এবং অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ না নেওয়ার আশ্বাস দেন।অভিযোগের প্রাথমিক যাচাইয়ের পর মঙ্গলবারই সিবিআই ফাঁদ পাতে। অভিযানে অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরা হয়, যখন তিনি মোট ২৫ লক্ষ টাকার ঘুষের আংশিক হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা দাবি ও গ্রহণ করছিলেন বলে অভিযোগ। অভিযানের সময় ঘুষের অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।সিবিআই জানিয়েছে, সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে। সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ চিত্র জানতে তল্লাশি ও অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়াও চালানো হচ্ছে।উল্লেখ্য, এর একদিন আগেই পশ্চিম দিল্লির পশ্চিম বিহার থানায় কর্মরত আরেক এএসআই ওমপ্রকাশকে ১৫ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। ওই ঘটনায় অভিযোগ ছিল, অভিযোগকারীর ভাইয়ের জামিনে সহায়তা করার জন্য ২৫ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছিল। রাজৌরি গার্ডেন এলাকায় ফাঁদ পেতে তাঁকেও হাতেনাতে ধরা হয়।পরপর দুই পুলিশকর্মীর গ্রেপ্তারের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভ্যন্তরে দুর্নীতির অভিযোগ নতুন করে সামনে এসেছে। সিবিআই জানিয়েছে, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা তদন্তে তিন সপ্তাহের মধ্যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে তিন সপ্তাহের মধ্যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। এই দুর্ঘটনায় মোট ২৬০ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

প্রধান বিচারপতি (সিজেআই) সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে এদিন একাধিক জনস্বার্থ মামলা ও আবেদন শুনানি হয়। এর মধ্যে ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট এআই-১৭১—এর পাইলট-ইন-কমান্ড প্রয়াত ক্যাপ্টেন সুমিত সবরওয়ালের পিতার দায়ের করা আবেদন। ২০২৫ সালের ১২ জুন ওই বিমানটি ভেঙে পড়ে। আবেদনে স্বাধীন ও আদালত-নিরীক্ষিত তদন্তের দাবি জানানো হয়।

শুনানিতে কেন্দ্র ও ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)-র পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)-র তদন্ত শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তিনি বলেন, তদন্ত প্রায় শেষের পথে, খুব শীঘ্রই রিপোর্ট প্রস্তুত হবে। কিছু বিমান যন্ত্রাংশ বিশেষ পরীক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে বলেও তিনি জানান। দুর্ঘটনায় একাধিক দেশের নাগরিক নিহত হওয়ায় আন্তর্জাতিক প্রোটোকল মেনেই তদন্ত চলছে বলে আদালতকে জানান সলিসিটর জেনারেল।

কেন্দ্রের বক্তব্য নথিভুক্ত করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ তিন সপ্তাহ সময় মঞ্জুর করে। একইসঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়, তদন্তের রিপোর্ট সিল করা খামে (সিল্ড কভার) জমা দিতে হবে এবং এ পর্যন্ত কী কী প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত হলফনামা দাখিল করতে হবে। আদালত জানতে চায়, কী প্রক্রিয়াগত বিধি অনুসরণ করা হয়েছে, তিন সপ্তাহের মধ্যে আমাদের জানান। পরবর্তী শুনানিতে অগ্রগতি রিপোর্টও জমা দিতে বলা হয়েছে।

এনজিও 'সেফটি ম্যাটার্স ফাউন্ডেশন'-এর পক্ষে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ দাবি করেন, পাইলট সংগঠনগুলি বোয়িং ৭৮৭ বিমানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত ওই মডেলের বিমান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার দাবি জানিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, এই বিষয়ে সরকার বা এএআইবি কোনও সাড়া দেয়নি।

ক্যাপ্টেন সবরওয়ালের পিতার পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী গোপাল শংকরনারায়ণন আদালত-নিরীক্ষিত তদন্তের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁর দাবি, অতীতে বিদেশে কিছু বিমান দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে পাইলটদের দোষারোপ করা হলেও পরবর্তী তদন্তে প্রযুক্তিগত ত্রুটি সামনে এসেছে। বোয়িং ৭৩৭ দুর্ঘটনার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, গুরুত্বপূর্ণ নথি অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি।

বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে জানায়, এই দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, তবে চূড়ান্ত তদন্তের ফলাফল প্রকাশের আগে কোনও নির্দিষ্ট বিমান মডেল বা এয়ারলাইন্স সম্পর্কে মন্তব্য করতে সতর্ক থাকতে হবে। আদালত বলে, কোনও নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের বিমান নিয়ে মন্তব্য করার সময় আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। ড্রিমলাইনার একসময় সেরা বলে বিবেচিত হতো।

সম্প্রতি লন্ডন-দিল্লি রুটের একটি ড্রিমলাইনারে জ্বালানি সুইচ সংক্রান্ত সমস্যার মিডিয়া রিপোর্টের প্রসঙ্গও ওঠে। আদালত জানায়, প্রাথমিক রিপোর্টে সমস্যা বলা হলেও পরে সরকারি সূত্রে জানানো হয় যে বিমানটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। বেঞ্চ মন্তব্য করে, এই ঘটনাটি অবশ্যই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তবে কোনও নির্দিষ্ট এয়ারলাইন্স সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় আমাদের সংযত থাকতে হবে।

ঝাড়খণ্ডে ১৫ বছরের ছেলেকে খুন, গ্রেপ্তার মা ও তাঁর প্রেমিক

সাহিবগঞ্জ (ঝাড়খণ্ড), ১১ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জ জেলার রতনপুর গ্রামে ১৫ বছরের এক কিশোরকে খুনের অভিযোগে তার মা এবং মায়ের প্রেমিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে। ধৃতদের নাম মীনু দেবী এবং রোহিত সাহ। দু'জনকেই গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করা হয় এবং পরে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কিশোর আয়ুষের রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়ে এই ঘটনার পর্দাফাঁস হয়। প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে, মীনু দেবীর সঙ্গে তাঁরই ভাতিজা রোহিত সাহের অবৈধ সম্পর্ক ছিল।পুলিশ জানিয়েছে, গত ৭ ফেব্রুয়ারি মীনু দেবীর স্বামী হেমন্ত সাহ কাজে বাইরে গেলে রোহিত বাড়িতে আসে। সেই সময় আয়ুষ দু'জনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে এবং চিৎকার শুরু করে। বিষয়টি পরিবার ও গ্রামের লোকজনের কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অভিযুক্তরা কিশোরকে দড়ি দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে বলে অভিযোগ।খুনের পর ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা বা নিখোঁজের ঘটনা হিসেবে দেখানোর জন্য বাড়ির পেছনের একটি পুকুরের ধারে দেহ ফেলে রাখা হয়। হেমন্ত সাহ বাড়ি ফিরে এলে মীনু দেবী গল্প বানিয়ে বলেন, আয়ুষ বাথরুমে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিল এবং আর ফেরেনি। পরে পরিবারের সদস্য ও গ্রামবাসীরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে পুকুরের ধারে অচেতন অবস্থায় কিশোরকে পড়ে থাকতে দেখেন। তাকে দ্রুত বরহরওয়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে পাকুড়ের সোনাঝোরি হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।পরিবার যখন শেষকৃত্যের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন মৃত্যুকে ঘিরে সন্দেহজনক পরিস্থিতির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃতের বাবার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু হয়। তদন্ত চলাকালীন পারিপার্শ্বিক প্রমাণ এবং অভিযুক্তদের টানা জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার পূর্ণ চিত্র সামনে আসে। মীনু দেবীর বয়ানে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় পুলিশের সন্দেহ আরও জোরদার হয় এবং শেষ পর্যন্ত খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ২০২৬ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ ফেব্রুয়ারি: বুধবার সকালে আমবাগানস্থিত বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে প্রথম বছরের মতো ২০২৬ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এক মাঙ্গলিক ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সকল অতিথিরা। ছোটো ছোটো কঁচিকাচাঁদের ছয়টি ইভেন্টে খেলা শুরু হয়েছিল। পাশাপাশি অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের মধ্যে মিউজিক খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত অতিথিরা সহ, অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের প্রাণমুগ্ধ করে উক্ত ক্রিড়ানুষ্ঠান।

শিক্ষার্থীদের সাথে উদার ভাবে সময় এবং দক্ষতা ভাগাভাগি করে স্কুলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য যারা বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সময় এবং দক্ষতা উদারভাবে ভাগ করে দিয়েছেন, তাদের প্রতি স্কুলের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন স্কুলের প্রিন্সিপাল বিধান দাস সহ শিক্ষিকারা।

তাছাড়াও প্রথম বছরে বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, আমবাগানের কাউন্সিলর রমা সাহা এবং বিদ্যালয়ের অভিভাবক তথা সমাজকর্মী হারাধন দেবনাথ ও সম্মানিত প্রতিবেদক এমনকি সমাজকর্মী মোঃ মান্নান হক, স্কুলের চেয়ারম্যান সৈকত সাহা, এবং শিক্ষক ও সমাজকর্মী দুলাল মজুমদার। তাদের উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে আগামী পথ চলা পাথেয় হোক এমনটাই অতিথিরা প্রকাশ করে বলেন, আগামীদিন স্কুলের দ্রুত অগ্রগতি, আশাবাদ এবং ক্ষমতায়নের অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে এমনটাই ব্যক্ত করেছেন বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ স্কুলের প্রিন্সিপাল বিধান দাস।

চড়িলাম রামকৃষ্ণ আশ্রম এলাকায় পণ্যবাহী গাড়ি উল্টে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাঝ রাস্তায় উল্টে গেল একটি পণ্যবাহী গাড়ি। আজ ভোরে বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় চড়িলাম রামকৃষ্ণ আশ্রম সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের। ওই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায় নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দ্রুতগতিতে আসা পণ্যবাহী গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝখানেই উল্টে যায়। গাড়ি উল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ হয়, আতঙ্কে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এলাকার মানুষজন। ঘটনায় গাড়ির সামনের অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এই দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই। দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য ওই রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়।

এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে ক্রেনের সাহায্যে উল্টে যাওয়া গাড়িটি সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রহস্যজনক আগুনে পুড়ে ছাই বাগবাসা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি: রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বাগবাসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসঘর। জানা যায়, গতকাল গভীর রাত প্রায় তিনটা নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পুরো অফিস ঘরে।

স্থানীয়রা তড়িঘড়ি খবর দেন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। তবে ততক্ষণে পঞ্চায়েত দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, আসবাবপত্র, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন সামগ্রী সম্পূর্ণরূপে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আজ উদয়পুর আসেন এবং ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পুজো দেন। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীকে স্বাগত জানান শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মণ, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাখের।

এছাড়া পদস্থ আধিকারিকগণও উপস্থিত ছিলেন। পরে সংবাদমাধ্যমকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নে ত্রিপুরা রাজ্যেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী গোমতী জেলা কৃষি উপ অধিকর্তার কার্যালয়ে কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানেও অংশ নেন।

আমরা সবার সহযোগিতায় এ রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চাই: জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি: বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস নিয়েছে। দু''দিনব্যাপী জাতীয়স্তরের ঐতিহাগত কারু শিল্প মেলা ও হজাগিরি নৃত্য উৎসব বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা বয়ে আনবে। জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আজ আগরতলার শিশু উদ্যানে দুইদিন ব্যাপী জাতীয়স্তরের ঐতিহ্যগত কারু শিল্প মেলা ও হজাগিরি নৃত্য উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন। এই উৎসব আগামীকাল বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এই কারু শিল্প ও হজাগিরি নৃত্য উৎসবের আয়োজন করেছে।

এই উৎসবে আসাম, ছত্তিশগড়, অরুণাচল প্রদেশ, ঝাড়খন্ড, মেঘালয় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা, পূর্বাশা ও বিভিন্ন দপ্তর থেকে মোট ৫০টি স্টল খোলা হয়েছে। স্টলগুলিতে স্ব উদ্যোগীগণ বিভিন্ন রাজ্যের কুটির শিল্প সামগ্রী উপস্থাপন করেছেন। রয়েছে আগরবাতি, ফুলদানী, রিসা, পাছড়া, চাদর, শাড়ি, টুপি, হেজাক লাইট, রকমারি খাবার ও আচার। স্টলগুলিতে বিভিন্ন খাদ্য ও পণ্যসামগ্রী বিক্রিরও সংস্থান রাখা হয়েছে।

এই উৎসবের উদ্বোধন করে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার জনজাতিদের চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে। এলক্ষ্যে জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ব্লক স্তর পর্যন্ত বর্তমান প্রজন্মের কাছে চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাসের ধারণা পৌছে দেবার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, বিগত সরকারের সময় আমাদের অনেক সংস্কৃতি হারিয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের ১৮৪ জন রাজার আদর্শ ও চিন্তাধারা অনুসরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বড়মুড়া পাহাড়ের নাম হাতাইকতর, গন্ডাছড়া মহকুমার নাম গন্ডাতুইসা এবং ধুমাছড়ার নাম হকুতুইসা নামকরণ করেছে। তিনি বলেন, এই ত্রিপুরা রাজ্য সবার। শান্তি থাকলে ত্রিপুরা বিকশিত হবে। আমরা সবার সহযোগিতায় এ রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, এই মেলা ও উৎসব হলো বিভিন্ন রাজ্যের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরম্পরার সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের একটি বড় প্ল্যাটফর্ম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অধিকর্তা রত্নজিৎ দেববর্মা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শিল্পীগণ হজাগিরি, চাকমা, সাঁওতাল প্রভৃতি সমবেত নৃত্য ও যাদুকলিজা সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে বন্দে মাতরম গীত পরিবেশন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উপ অধিকর্তা রুমা রুদ্র পাল।

ধর্মনগরে 'পরিশোধিত জলধারা' বন্ধ, প্রশ্নের মুখে উন্নয়নমূলক কাজ

ধর্মনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর পুর পরিষদের উদ্যোগে একসময় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জেলা সদরসহ বিভিন্ন মহকুমা থেকে আগত সাধারণ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। তৎকালীন পুর পরিষদের চেয়ারপারসন প্রদ্যুৎ দে সরকারের আমলে নেওয়া এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষের কাছে প্রশংসিত হয়েছিল। তবে তাঁর দায়িত্বকাল শেষ হওয়ার পর থেকেই বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ থমকে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। কী কারণে বা কার নির্দেশে এই প্রকল্পগুলির অগ্রগতি বন্ধ হয়ে রয়েছে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ৫ জুলাই ২০২৩ তারিখে ধর্মনগরের সেন্ট্রাল রোডস্থিত ট্রেজারি অফিসের সামনে 'পরিশোধিত জলধারা' নামে একটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রকল্পের জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন ধর্মনগর বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল প্রতিদিনের প্রয়োজনে শহরে আগত মানুষের জন্য সহজলভ্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা। কিন্তু বর্তমানে প্রায় এক বছর ধরে 'পরিশোধিত জলধারা' প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রতিদিন বহু মানুষ জল নেওয়ার আশায় সেখানে এলেও দেখতে পান তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে জলাধারটি। কেন এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে রয়েছে এবং পুনরায় চালু করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন ও অসন্তোষ বাড়ছে।

শুধু এই প্রকল্পই নয়, তৎকালীন চেয়ারপারসনের আমলে শুরু হওয়া আরও কয়েকটি জনকল্যাণমূলক কাজও বর্তমানে স্থবির হয়ে রয়েছে বলে জানা গেছে। ফলে নাগরিক মহলে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে।

এদিকে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জল্পনা। প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেন একসময় চেয়েছিলেন, তাঁর পরবর্তী সময়ে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রদ্যুৎ দে সরকার নেতৃত্বের ভূমিকা নিন। বর্তমানে তিনি প্রয়াত হওয়ার পর প্রশ্ন উঠেছেধর্মনগর ৫৬ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি কাকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করবে? প্রদ্যুৎ দে সরকারের নামই কি সামনে আসবে, নাকি বাইরের কোনো মুখকে সামনে এনে দল নতুন সমীকরণ গড়বেএখন সেটাই দেখার বিষয়। সার্বিকভাবে, ধর্মনগরে উন্নয়নের গতি ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎদুই দিকেই এখন নজর সাধারণ মানুষের।

বনদপ্তরের অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সেগুন ও রাঙ্গাই কাঠ উদ্ধার, গাড়ি আটক

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি: কৈলাসহরের তিলকপুর এলাকায় গভীর রাতে বনদপ্তরের অভিযানে বড়সড় সাফল্য মিলেছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নাইট পেট্রলিং চলাকালীন পাচারকারীদের ছক ভেস্তে দেন বনদপ্তরের কর্মীরা। অভিযানে কাঠবোঝাই একটি গাড়ি আটক করা হয়েছে।

বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আটক করা গাড়িটি থেকে প্রায় দুই কুইন্টাল অবৈধ কাঠ উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া কাঠের মধ্যে রয়েছে মূল্যবান রাঙ্গাই ও সেগুন কাঠ, যা কোনো বৈধ নথিপত্র ছাড়াই পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। অভিযানের সময় বনদপ্তরের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় গাড়ির চালক। তবে গাড়িটি ও কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এই ঘটনায় বনদপ্তরের পক্ষ থেকে পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে এবং পালাতক চালককে চিহ্নিত করতে তৎপরতা শুরু হয়েছে বলে বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

এই বিষয়ে এসডিএফও শুভম দাস জানান, অবৈধ কাঠ পাচারের বিরুদ্ধে বনদপ্তরের অভিযান আরও জোরদার করা হবে এবং এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপে জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বামুটিয়া বিধানসভার কালীবাজার চরম অব্যবস্থাপনা শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি: বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজার কালীবাজার বর্তমানে চরম অব্যবস্থার শিকার। বাজারটি দুই ভাগে বিভক্তসড়ক বাজার, যা ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং ভিতর বাজার, যা পূর্ব বামুটিয়া পঞ্চায়েতের অধীন তথা সরকার নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি ঘিরে ক্ষোভ বাড়ছে ব্যবসায়ী, কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে।

বাজারের দক্ষিণ প্রান্তে একটি পুকুরের পাড় দীর্ঘদিন ধরে ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানে পরিণত হয়েছে। ফলে সেখানে বিশাল আবর্জনার স্তূপ জমে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে গোটা এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, কিছুদিন আগে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ওই আবর্জনার স্তূপে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনের জেরে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে এবং দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন আশেপাশের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

তবে আগুন নেভালেও সমস্যা মেটেনিবর্তমানেও সেখানে আবর্জনা ফেলা অব্যাহত রয়েছে এলাকাবাসীর প্রশ্ন, "স্বচ্ছ ভারত অভিযানের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু কালীবাজারে এলে বোঝা যায় বাস্তবে দুর্গন্ধ ও নোংরামির চিত্র কেমন।" পূর্ব বামুটিয়া পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান নিখিলেশ দত্ত এই বিষয়ে কার্যত নিষ্ক্রিয়। উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর তৎপরতার অভাব নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বহু স্থানীয় বাসিন্দা।

অন্যদিকে, কালীবাজারে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে মার্কেট স্টল নির্মাণ করা হলেও তার মান নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, নির্মাণকাজ যথাযথ মান বজায় রেখে করা হয়নি। কৃষকদের সুবিধার্থে একটি ওপেন শেড নির্মাণের কাজও চলছে, কিন্তু সেখানেও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার ও কাজের গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে।

এই বিষয়ে বামুটিয়া মণ্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাস সহ বাজারের ব্যবসায়ীরা ঠিকাদারের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেও কোনও ইতিবাচক ফল পাননি বলে জানা গেছে। তাঁদের দাবি, নিম্নমানের কাজ অবিলম্বে বন্ধ করে সঠিক মান বজায় রেখে নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে।এলাকাবাসী ও কৃষকদের স্পষ্ট দাবিকালীবাজারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে, আবর্জনা অপসারণের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে এবং চলমান সমস্ত নির্মাণকাজে গুণগত মান বজায় রাখতে হবে। এখন দেখার বিষয়, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসন এই গুরুতর সমস্যার সমাধানে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

কৃষ্ণপুরে সিপিএম ও তিপ্রা মথা ছেড়ে ৮১ ভোটারের বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি: কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকায় সিপিএম ও তিপ্রা মথা দল ছেড়ে ২১টি পরিবারের মোট ৮১ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। বুধবার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভার মানিকবাজার শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে দেবেন্দ্র চৌধুরী পাড়ায় এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়।

উক্ত সভায় উপস্থিত থেকে নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে বরণ করে নেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। জানা যায়, যোগদানকারীদের মধ্যে প্রাক্তন সিপিএমের এক এমডিসির স্ত্রীও রয়েছেন। সভায় বক্তারা দাবি করেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আস্থা রেখেই বিরোধী দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন তারা। অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলে এই যোগদানকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

হাইকোর্ট বার কাউন্সিল নির্বাচন

হাইকোর্ট বার কাউন্সিল নির্বাচন যেন সম্পূর্ণ অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে সকল পক্ষকে সচেতন থাকতে হবে। একই সঙ্গে তাঁরা আইনজীবী মহলসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতামূলক ভূমিকার উপর জোর দেন।

এডিসির সঙ্গে ভিলেজ কমিটির

● প্রথম পাতার পর

প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ জানান, সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে টিটিএএডিসি নির্বাচনের পাশাপাশি ভিসি নির্বাচনও একসঙ্গে পরিচালনা করতে হবে। এই নির্দেশের ফলে প্রায় ১০ বছর পর আবার ভিলেজ কমিটি স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে এবং দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটবে।

আগামী ১০ বছরে

● প্রথম পাতার পর

সময়কালে গড়ে ১.৫০ কোটি থেকে ২.৭৫ কোটি টাকা পর্যন্ত পাবে। পূর্ববর্তী সরকারের সঙ্গে তুলনা টেনে তিনি বলেন, ইউপিএ সরকারের সময় দশ বছরে গ্রামীণ কর্মসংস্থানে খরচ হয়েছিল ২.১৩ লাখ কোটি টাকা, যেখানে এনডিএ সরকার গত দশ বছরে ৮.৫৪ লাখ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

তিনি জানান, ভিবি-জি রামজি প্রকল্পে কাজ চাওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো শ্রমিককে কাজ দেওয়া না যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীকে বেকার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও মজুরি প্রদানে বিলম্ব হলে শ্রমিকরা সুদের সঙ্গে বকেয়া মজুরি পাবেন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন আরও কার্যকর করতে প্রশাসনিক খরচ ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে পঞ্চায়েত সচিব, কর্মসংস্থান সহকারী, কেরানী ও কারিগরি কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত সমস্যা আর থাকবে না বলে জানান তিনি।

ত্রিপুরা প্রসঙ্গে চৌহান বলেন, পূর্ববর্তী বাম ও কংগ্রেস সরকারের আমলে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়নি। বর্তমান সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে পাকা বাড়ি নির্মাণ করছে, যাতে কোনো দরিদ্র পরিবারকে আর কাঁচা ঘরে বসবাস করতে না হয়।

ভিবি-জি রামজি প্রকল্প নিয়ে যে সমালোচনা চলছে, তা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এই নিয়ে একটি ভ্রান্ত প্রচারণা চালানো হচ্ছে। বাস্তবে আদিবাসী, অনগ্রসর ও অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণির মানুষই এই প্রকল্পের মূল উপকারভোগী হবেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে শিবরাজ সিং চৌহান ত্রিপুরায় ১৭৯টি গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পগুলির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৪৬.৭৯ কোটি টাকা।

বামেদের বনধ অগ্রগতিতে বাধা

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এ ধরনের কর্মনাশা বনধ দেশের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বামপন্থীরা মুখে শ্রমজীবী মানুষের কথা বললেও বাস্তবে তাদের স্বার্থ রক্ষা করে না। বরং বনধের মাধ্যমে শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়। তিনি দাবি করেন, সাধারণ মানুষ এই বনধ প্রত্যাখ্যান করবে।

এদিকে সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, আগামীকাল রাজ্যে সব অফিস-আদালত এবং সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু থাকবে। সমস্ত সরকারি কর্মচারী, অধিগৃহীত সংস্থা ও সংগঠনের কর্মচারীদের অন্যান্য দিনের মতোই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এছাড়াও আগামীকাল দুপুর ১২টার মধ্যে বিভিন্ন দপ্তর, অধিগৃহীত সংস্থা ও সংগঠনের কর্মচারীদের উপস্থিতির হার জানাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছে সাধারণ প্রশাসন দপ্তর। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, রাজ্যে স্বাভাবিক পরিষেবা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

লোক আদালত ১৪ই

● প্রথম পাতার পর

সহজ ও বিনা আইনি খরচে মামলা নিষ্পত্তির এই সুযোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

সাংবাদিকরাই একে

● প্রথম পাতার পর

অপরের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকেন, সে ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে আলাদা করে কিছু বলার সুযোগ থাকে না।

এদিকে, আজ উদয়পুর প্রেসক্লাবের সভাপতি দেবব্রত রুদ্র এক বিবৃতিতে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন। তিনি বলেন, উদয়পুর জেলা আদালত প্রাঙ্গণে এক সাংবাদিকের উপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগ, আগরতলা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ও তাঁর সঙ্গীরা উদয়পুর প্রেসক্লাবের সম্পাদক সহ এক সাংবাদিকের উপর শারীরিকভাবে চড়াও হন।

প্রাপ্ত অভিযোগ অনুযায়ী, মঙ্গলবার দুপুর আনুমানিক ১টা নাগাদ উদয়পুর প্রেসক্লাবের সম্পাদক জসিম উদ্দিন সহ ৪-৫ জন সাংবাদিক খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উদয়পুর জেলা আদালতে যান। আদালত প্রাঙ্গণে জে.এম. ফার্স্ট ক্লাস কোর্ট নং—২-এর সামনে রাস্তার পাশে তাঁদের ব্যবহৃত তিনটি মোটরবাইক রাখা ছিল। সেই সময় আগরতলা থেকে প্রকাশিত "প্রতিবাদী কলম" পত্রিকার সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী একটি কালো রঙের থার সদৃশ গাড়ি নিয়ে সাংবাদিক জসিম উদ্দিনের মোটরবাইক (নম্বর টিআর০৩এফ৯১৪৭)-এ সজোরে ধাক্কা মারেন বলে অভিযোগ। এতে বাইকটি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ওই ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অভিযুক্ত সম্পাদক অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন বলে দাবি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সাংবাদিকরা মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করতে গেলে অভিযোগ, জোরপূর্বক জসিম উদ্দিনের হাত থেকে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে অনল রায় চৌধুরী ও তাঁর সঙ্গে থাকা অপর এক ব্যক্তি সাংবাদিক জসিম উদ্দিনকে কিল, ঘুষি মারতে শুরু করেন এবং ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেন। এতে তাঁর বুকে, মাথায় ও বাম হাতে গুরুতর আঘাত লাগে। আদালত প্রাঙ্গনে উপস্থিত অন্যান্য সাংবাদিক ও পুলিশকর্মীরা দ্রুত হস্তক্ষেপ করে তাঁকে রক্ষা করেন।

এছাড়াও অভিযুক্তদের সাঙ্গপাঙ্গরা প্রাণে মারার হুমকি দেন বলে অভিযোগ। ঘটনার পর অভিযুক্তরা দ্রুত গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। আহত সাংবাদিককে পরে মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ঘটনাস্থলেই অভিযুক্ত অনল রায় চৌধুরী সাংবাদিক জসিম উদ্দিনের কাছে ৪০ লক্ষ টাকা দাবি করেন এবং টাকা না দিলে তাঁর ছবি ব্যবহার করে পত্রিকায় মিথ্যা ও মানহানিকর সংবাদ প্রকাশের হুমকি দেন।

এই ঘটনার প্রতিবাদে উদয়পুরের সাংবাদিক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। রাধাকিশোরপুর থানায় অনল রায় চৌধুরী ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উদয়পুর প্রেসক্লাবের সভাপতি দেবব্রত রুদ্র এক বিবৃতিতে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন।

আজ বাংলাদেশে

● প্রথম পাতার পর

মোটিভেট করতে পারবে এবং ভোটহারের উপর প্রভাব ফেলতে পারবে, সেই দলই বড় জয় লাভ করতে পারে। বাংলাদেশের এই নির্বাচন ফেব্রুয়ারি ১২-এ এই সব ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করবে।

বিরোধীরা রাম-এর অর্থ

● প্রথম পাতার পর

এমএনরেগা এর সময় মিডলম্যান ইস্যু ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সহ বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। আর এই মিডলম্যানদের (মধ্যস্বত্বভোগী) হাত থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করতে প্রধানমন্ত্রী ভিবি-জি রাম জি বিল ২০২৫ উত্থাপন করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, বিরোধীরা রাম -এর অর্থ বুঝতে অপারগ, যার অর্থ হচ্ছে বিকশিত ভারত — রোজগার এবং আজীবিকা মিশন(গ্রামীণ) এর জন্য গ্যারান্টি। তারা লোকসভাতেও এনিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিলেন। যাইহোক, এটি পাশ হয়ে একটি আইনে পরিণত হচ্ছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে এমএনরেগা -এর ত্রুটিগুলি সংশোধন করা। এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। এটি একটি সর্বোচ্চ কাজের গ্যারান্টি নিশ্চিত করবে এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন করতে পারবে। এই আইনের অধীনে অবকাঠামো তৈরি করা হবে। সেই সঙ্গে জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা হবে। আমরা দেখেছি কিভাবে কাজের নামে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। তাই এতে আরও স্বচ্ছতা আসবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই আইন গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রতিফলিত করে। ডিজিটাল ট্র্যাকিং এবং দুর্নীতি কমানোর জন্য এই আইন চালু করা হয়েছিল। আগে বাধ্যতামূলক ছিল ১০০ দিন, সেই জায়গায় এখন হবে ১২৫ দিন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী টিংকু রায়, প্রাণী সম্পদ ও তপশিল কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মণ, সচিব অভিষেক সিং সহ অন্যান্য বিধায়ক, জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের আধিকারিকগণ।

পূর্ণ সমর্থন কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক ও কৃষকবিরোধী নীতির প্রতিবাদেই এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে চারটি শ্রম কোড বাতিলের দাবি তোলা হয়। তাদের অভিযোগ, এই শ্রম কোড কার্যকর হলে শ্রমিকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলির সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

পাশাপাশি ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের দাবি জানানো হয়। সংগঠনের মতে, এসব চুক্তি দেশের কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এছাড়াও এমজিএনরেগা প্রকল্প বাতিল বা দুর্বল করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও সরব হন নেতৃবৃন্দ। গ্রামীণ অর্থনীতি ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষায় এই প্রকল্প আরও শক্তিশালী করার দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রাজ্যের শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষকে আগামীকালের সাধারণ ধর্মঘট সর্বাত্মকভাবে সফল করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, ১২ ফেব্রুয়ারি সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট ও গণআন্দোলনে সামিল হবে ত্রিপুরা রাজ্য আইএনটিইউসি। ১২ ফেব্রুয়ারি সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট ও গণআন্দোলনে সামিল হবে আইএনটিইউসি।

বুধবার আইএনটিইউসি অফিসে আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে জানান সংস্থার সভাপতি বিপ্লব কুমার রায়, সাধারণ সম্পাদক স্বপন দে। তাছাড়াও বুধবারের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি সুশান্ত চৌধুরী, সহ-সভাপতি সুভাষ মজুমদার সহ রাজ্য কমিটি অন্যান্য পদাধিকারীরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক-বিরোধী, কৃষক-বিরোধী ও দেশবিরোধী কর্পোরেট-পন্থী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে আহূত সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট ও গণআন্দোলনে ত্রিপুরা রাজ্য ব্যাপকভাবে সামিল হতে চলেছে। এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ ও স্বাধীন ক্ষেত্রভিত্তিক ফেডারেশনসমূহ।

ত্রিপুরায় সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র, সরকারি উদ্যোগ, চা-বাগান, নির্মাণ শিল্প, পরিবহণ ও অসংগঠিত ক্ষেত্র-সহ গ্রামীণ ও শহুরে এলাকার শ্রমিকরা এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করবেন। একই সঙ্গে কৃষক, কৃষিশ্রমিক, এমজিএনরেগা কর্মী, যুবক ও ছাত্রসমাজ সক্রিয়ভাবে এই গণআন্দোলনে যুক্ত হচ্ছেন। সংযুক্ত কিসান মোর্চা এবং কৃষিশ্রমিক সংগঠনসমূহও এই ধর্মঘটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেছে বলে জানান তারা।

াঙ্গন

রাঁচীতে ঝাড়খন্ড ওভাল গ্রাউন্ডে কেরালা - ত্রিপুরা মুখোমুখি আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা দল আগামীকাল কেরালার মুখোমুখি হচ্ছে। চতুর্থ রাউন্ডের খেলা। পরপর তিন ম্যাচে হেরে ত্রিপুরা দলের অবস্থান সর্বশেষ স্থানে। লীগের প্রথম ম্যাচে হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে পরাজয়টা ত্রিপুরা দলের মনোবল অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী দুটি ম্যাচে ক্রমিক পরাজয় ত্রিপুরা দলকে আরও পেছনে ঠেলে দিয়েছে। তবুও লিগ পর্যায়ে চতুর্থ ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে ত্রিপুরা দলের খেলোয়াররা। গত শুক্রবারে ত্রিপুরা দল হায়দ্রাবাদের কাছে ৫৮ রানে পরাজিত হয়েছিল। রবিবারে দ্বিতীয় ম্যাচে পাঞ্জাবের কাছে ৪৫ রানে এবং মঙ্গলবার তৃতীয় ম্যাচে রেলওয়েজের কাছে নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরে ত্রিপুরা দল বর্তমানে সর্বশেষ স্থানে রয়েছে। প্রতিটি ম্যাচের ভুল ক্রটি গুলো শুধরে নিতে চাইছে আগামীকালের ম্যাচে। আগামীকাল প্রতিপক্ষ কেরালা। রাজ্য দলের মহিলা ক্রিকেটাররা আজ, বুধবার শেষ সময়ের টিপসও নিয়ে নিয়েছেন কোচদের থেকে। খেলা সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ট্রফি এলিট গ্রুপের। আগামীকাল সকাল ৯ টায় ঝাড়খন্ড ওভাল গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা বনাম কেরালার ম্যাচ। রাজ্যদলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঋজু সাহা। ডেপুটির ভূমিকা মৌচৈতি দেবনাথ। রাজ্য দলের অন্যান্য খেলোয়াররা হলেন: প্রিয়াঙ্কা আচার্য, অগ্রপূর্ণা দাস, ঝুমকি দেবনাথ, অম্বেষা দাস, ইন্দ্রাণী জমাতিয়া, অম্বিকা দেবনাথ, সুরভী রায়, মামন রবি দাস, পুজা দাস, প্রিয়াঙ্কা সাহা, তামান্না নিগম, রেশমা নায়েক, রোহিনী মানে, মৌমিতা দেব, সুলক্ষণা রায়, নিকিতা দেবনাথ। গত তিনটি ম্যাচে ত্রিপুরা দলের কম্বিনেশন কিছুটা পরিবর্তন করে আগামীকাল খেলানো হবে বলে খবর পাওয়া গেছে। চিফ কোচ এবং সহকারী কোচ এই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিয়েছেন। আগামীকালের ম্যাচের পর ১৪ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা ও গোয়ার ম্যাচ রয়েছে। ১৬ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি, ত্রিপুরা দল যথাক্রমে সৌরাষ্ট্র ও দিল্লির মুখোমুখি হবে।

হাসপাতালে অভিষেক শর্মা, পাক ম্যাচের আগে চিন্তা বাড়ছে গম্ভীরের

বৃহস্পতিবার নামিবিয়ার বিরুদ্ধে টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচে নামার আগে খারাপ খবর ভারতীয় দলে। অসুস্থ অভিষেক শর্মা। হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ভারতীয় দলের ওপেনারকে। ফলে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে তিনি খেলতে পারবেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

‘টাইমস অফ ইন্ডিয়া’ জানিয়েছে, পেটের সমস্যার কারণে অভিষেককে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে। বোর্ডের এক সূত্র তাদের বলেছে, “পেটের সমস্যার কারণে অভিষেককে একটা বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ওর কয়েকটা পরীক্ষা হয়েছে। সেগুলোর রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে ঠিক কোথায় সমস্যা হচ্ছে। তবে বৃহস্পতিবার নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ওর খেলা নিয়ে সংশয় আছে।”

জানা গিয়েছে, পেটের সমস্যার কারণে জ্বর এসেছে অভিষেকের। তাঁর রক্তচাপও অনিয়মিত। সেই কারণে ঝুঁকি নেয়নি দল। বুধবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি অভিষেক। পরে সাংবাদিক বৈঠকে ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে বলেন, “অভিষেকের পেটে সমস্যা হয়েছে। তাই অনুশীলন করেনি। আশা করছি নামিবিয়া ম্যাচের আগে ও সুস্থ হয়ে উঠবে।”

আমেরিকার বিরুদ্ধে আউট হয়ে ফেরার পর আর মাঠে নামেননি অভিষেক। তাঁর বদলে ফিল্ডিং করেন সঞ্জু স্যামসন। দিল্লি পৌঁছে দলের সঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীরের বাড়িতে নৈশভোজে গিয়েছিলেন অভিষেক। কিন্তু বেশি ক্ষণ সেখানে ছিলেন না। যদি নামিবিয়ার বিরুদ্ধে অভিষেক খেলতে না পারেন তা হলে ভারতের প্রথম একাদশে ফিরবেন সঞ্জু। তবে রবিবার পাকিস্তান ম্যাচের আগে অভিষেক সুস্থ হয়ে উঠুন তেমনটাই প্রার্থনা করছেন ভারতীয় সমর্থকেরা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) পূর্ণ সদস্য দেশগুলির সঙ্গে সারা বছর খেলার সুযোগ থাকে না অ্যাসোসিয়েট সদস্য দেশগুলির। বিশ্বকাপ বা এশিয়া কাপের মতো বড় প্রতিযোগিতাগুলিতে সুযোগ পায় তারা। তেমনই এ বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পাচ্ছে নামিবিয়া। বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি দলের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে উত্তেজিত নামিবিয়া শিবির।

আগামী বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সূর্যকুমার যাদবদের মুখোমুখি হবে নামিবিয়া। এই ম্যাচ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন নামিবিয়ার অধিনায়ক গেহার্ড ইরাসমাস। তিনি বলেছেন, “আমাদের সামনে একটা অসাধারণ সুযোগ। রাতে ৫০ হাজার দর্শকের সামনে বিশ্বের সেরা দলের সঙ্গে আমরা খেলব। আমরা দেখেছি, দুটো অ্যাসোসিয়েট দেশের খেলা দেখতে প্রচুর মানুষ এসেছিলেন। মাঠে দুর্দান্ত পরিবেশ ছিল। এটা থেকেই বোঝা যায় বিশ্বের এই অংশের মানুষ ক্রিকেট কত ভালবাসে।” ভারতের বিরুদ্ধে তাঁরা নিজের সেরাটা দিতে চান। ইরাসমাস জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবারের ম্যাচে তাঁদের হারানোর কিছু নেই। ফলাফল নিয়ে ভাবছেন না ইরাসমাস। যতটা সম্ভব ভাল ক্রিকেট খেলাই তাঁর লক্ষ্য।

নামিবিয়ার কোচ ক্রেগ উইলিয়ামসও ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর অবশ্য একটি আফসোসও রয়েছে। মঙ্গলবার নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে দল প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে না পারায় তিনি কিছুটা হতাশ। পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে না পারার কথা বলেছেন। ভারতের বিরুদ্ধে সেই ভুল না করার পরামর্শ দিচ্ছেন ক্রিকেটারদের। উইলিয়ামস বলেছেন, “ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে আমরা কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের প্রথম চার ব্যাটারকে দায়িত্ব নিতে হবে। যতটা সম্ভব বেশি সময় ২২ গজে থাকতে হবে ওদের। ভাল জুটি তৈরির চেষ্টা করতে হবে। আমরা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করব।”

‘ভারত-ম্যাচ বয়কটের ইচ্ছা ছিল না!’ তবে কেন খেলতে চায়নি পাকিস্তান? নতুন দাবি পাক বোর্ডের প্রধান নকভির

রবিবারের ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান দু’দল। খেলা নিয়ে আর কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু এখনও আলোচনা থামছে না। এ বার নতুন দাবি করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। তাঁর দাবি, ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে তাঁদের কোনও আপত্তি ছিল না। একটি কারণেই ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা।

সোমবার রাতে ভারত-পাক ম্যাচের সমস্যা মিটেছে। তার পরে সাংবাদিকদের সামনে নকভি জানিয়েছেন, তাঁরা একমাত্র বাংলাদেশের জন্য ভারত-ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নকভি বলেন, “আমরা বাংলাদেশের বিষয় ছাড়া কিছু নিয়ে আলোচনাই করিনি। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া। ওদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে তার সুরাহা।”

নকভি জানিয়েছেন, বাংলাদেশের দাবি আইসিসি মেনে নেওয়ার পরেই সিদ্ধান্ত বদলেছেন তাঁরা। পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, “বাংলাদেশ যা দাবি করেছিল তা মেনে নিয়েছে আইসিসি। আমাদের কোনও দাবি ছিল না। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের কোনও ইচ্ছাও ছিল না। আমরা শুধু বাংলাদেশের কথা ভেবে এটা করেছি। আমাদের সরকার ওদের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইসিসির সঙ্গে নিজেদের নিয়ে একটা কথাও বলিনি।”

জানা গিয়েছে, বৈঠকে আইসিসির কাছে তিনটি দাবি করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তার মধ্যে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সিরিজ, ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক সিরিজ ও করমর্দন বিতর্কে বিষয় ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের সেই দাবি মানেনি আইসিসি। যদিও বৈঠকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন দাবি করলেন নকভি। তাঁর দাবি, তাঁরা কোনও শর্তই রাখেননি আইসিসির কাছে। পুরোটাই তাঁরা করেছেন বাংলাদেশের স্বার্থে।

কী ভাবে আট দিনের মধ্যে বরফ গলল, তার নেপথ্যকাহিনি প্রকাশ্যে এসেছে। সংবাদসংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নকভি নিজেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) বলেছিলেন, তাঁরা যেন একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে যেন লেখা থাকে যে, বিসিবি-ই পাক বোর্ডকে অনুরোধ করছে ভারত-ম্যাচ খেলার জন্য।

গত ১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার জানিয়ে দিয়েছিল, তারা বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটি খেলবে না। এর পর থেকে নাটক, বিতর্ক শুরু হয়। বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট বোর্ড পাকিস্তানের উপর চাপ তৈরি করে এই ম্যাচ খেলার জন্য। কারণ, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচই যদি না হয়, তা হলে আইসিসির প্রচুর টাকা ক্ষতি হবে। এবং এর ফলে সব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, যে লাভের টাকা আইসিসি বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাগ করে দেয়, সেই অঙ্কও কমবে। চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে পাকিস্তানের উপর। বাংলাদেশ ছাড়াও শ্রীলঙ্কা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বোর্ডও পাকিস্তানকে চিঠি দেয়। পাক বোর্ড বুঝতে পারে, তাদের সিদ্ধান্ত বদল করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সরাসরি নিজেদের আগের অবস্থান থেকে ঘুরে গিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত-ম্যাচ খেলতে রাজি হলে মান থাকত না। পিটিআইয়ের খবর, সেই কারণেই নকভি বাংলাদেশ বোর্ডকে বলেছিলেন, তাঁরা যেন চিঠি দিয়ে জানান যে, পাকিস্তান ভারত-ম্যাচ খেলুক। সেই চিঠিকে সামনে রেখেই নকভি দাবি করেন, একমাত্র বাংলাদেশ অনুরোধ করেছে বলেই তারা খেলতে রাজি হয়েছে।

‘ভারতীয় ক্রিকেটারদের ব্যাটে রবার লাগানো আছে!’ মন্তব্য করে বিপাকে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার, রাজাপক্ষকে দিতে হল ব্যাখ্যা

বিপাকে ভানুকা রাজাপক্ষ। ভারতীয় ক্রিকেটারদের ব্যাট নিয়ে মন্তব্য করে সমস্যায় পড়েছেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার। তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। উঠেছে বেআইনি ব্যাট নিয়ে খেলার অভিযোগ। বিতর্কের মাঝে নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যাও করেছেন রাজাপক্ষ।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার বলেছিলেন, “আমরা যে ব্যাটে খেলি তার থেকে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ব্যাট অনেক উন্নত। ওরা অন্য ব্যাটে খেলে। মনে হয়, ওদের ব্যাটের উপর রবার লাগানো আছে। ভাবা যায় না, এটা কী ভাবে সম্ভব। কী ভাবে এত সুন্দর ব্যাটে ওরা খেলে। ও রকম ব্যাটে বাকি দেশের ক্রিকেটারেরা কিনতেই পারবে না।”

ব্যাট নিয়ে বিতর্কের শুরু

রাজাপক্ষের এই মন্তব্যের পর শুরু হয় বিতর্ক। সমাজমাধ্যমে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সমর্থকদের একটা অংশ রাজাপক্ষের পাশে দাঁড়ান। তাঁদের দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটারেরা আইসিসির নিয়ম ভেঙে অন্য ধরনের ব্যাট ব্যবহার করেন। সেই কারণেই এতটা সফল তাঁরা। আইসিসি ভারতকে বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

পাল্টা ভারতীয় সমর্থকেরা দাবি করেন, আইসিসির নিয়মে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, কী ধরনের ব্যাট নিয়ে ক্রিকেটারেরা খেলতে পারবেন। তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ নির্দিষ্ট। ব্যাট কতটা মোটা হবে তা-ও ঠিক করা থাকে। সেই নিয়মের বাইরে কোনও ব্যাট নিয়ে খেলা যায় না। ম্যাচের আগে ব্যাট পরীক্ষা করে দেখা হয়। রাজাপক্ষ যে মন্তব্য করেছেন তা ক্রিকেট সম্পর্কে ধারণা থাকা কেউ করবেন না বলেই দাবি করেন তাঁরা।

বিতর্কের মাঝে আবার মুখ খুলেছেন রাজাপক্ষ। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর কথার ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। তিনি কোনও অভিযোগ করেননি। রাজাপক্ষ সমাজমাধ্যমে লেখেন, “একটা বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আমি যা বলেছি, তার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাতে বিতর্ক বাড়ছে। তাই এই পোস্ট করতে হচ্ছে।”

রাজাপক্ষ জানিয়েছেন, ভারতীয় ক্রিকেটারদের প্রশংসা করতে গিয়েই ব্যাট নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার বলেন, “আমি ভারতীয় ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের প্রশংসা করতেই সেই কথা বলেছিলাম। বোঝাতে চেয়েছিলাম, ওদের পরিকাঠামো কতটা উন্নত। ব্যাট তৈরির কারখানাগুলো বিশ্বের সেরাদের মধ্যে পড়ে। সেই ব্যাটের সেরা ব্যবহার ওরা করে। সম্পূর্ণ সম্মান থেকেই ওই কথা আমি বলেছিলাম।

অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের সেমি ফাইনাল আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে সেমিফাইনাল ম্যাচ শুরু হচ্ছে। তিন দিবসীয় ম্যাচ। প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেট লিগ পর্যায়ের শেষে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল এবং কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব শেষ হলে সেমিফাইনাল এর লাইন আপ চূড়ান্ত হয়েছে।৩২ টি দলকে নিয়ে আয়োজিত আটটি গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলা শেষে ১৬ টি দল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নকআউট পদ্ধতিতে খেলেছে। একই সময়ে রাজ্যের আটটি মাঠে আটটি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার থেকে বিজয়ী আটটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল। চার মাঠে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ শেষে বিজয়ী চার দল সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে আগামীকাল থেকে সেমিফাইনাল ম্যাচে কৈলাশহর ও মোহনপুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি খেলবে ধর্মনগরের বিরুদ্ধে। ফাইনাল ম্যাচ ১৬ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে উত্তরাখণ্ড-কর্ণাটক বেঙ্গল-জেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে এবং পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ একযোগে অনুষ্ঠিত হবে। ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ি একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে উত্তরাখণ্ড এবং কর্ণাটক পরস্পরের মুখোমুখি হবে। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে বেঙ্গল ক্রিকেটে একাডেমি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে বেঙ্গল ও জম্মু-কাশ্মীর পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। উল্লেখ্য, ৬ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের ম্যাচে উত্তরাখণ্ড ইনিংস সহ ছয় রানের ব্যবধানে ঝাড়খন্ড কে, দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে জম্মু ও কাশ্মীর ৫৬ রানের ব্যবধানে মধ্যপ্রদেশকে পরাজিত করে এবং চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কর্ণাটক ৪ উইকেটের ব্যবধানে মুম্বাইকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

ভারতও চায়নি বাংলাদেশকে তড়িঘড়ি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিতে!

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না থেকেও রয়েছে বাংলাদেশ। ভারতে খেলতে না আসার সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলামের দাবি, এমনটা নাকি চায়নি ভারতও। এমনকি, বিশ্বকাপ বয়কটের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকার ও বোর্ড দুই মেরুতে। আরও এক বার সরকারের উল্টো কথা শোনা গেল আমিনুলের গলায়।বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ‘প্রথম আলো’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেছেন আমিনুল। তিনি বলেন, “যখন আইসিসি আমাদের বলে যে, তারা বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে নেবে, তখন সেখানে বেশ কয়েকটি দেশ ছিল। তাদের মধ্যে ভারত, পাকিস্তানও ছিল। আইসিসির দু-এক জন কর্মকর্তাও ছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, স্কটল্যান্ডকে সরাসরি ঘোষণা না করে বাংলাদেশের জন্য শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।”শেষ দিন বলতে বিশ্বকাপ শুরুর আগের দিনের কথা বোঝাতে চেয়েছেন আমিনুল। তাঁর মতে, বাংলাদেশ না খেললেও অন্য কাউকে নেওয়া হবে না, এমনই মত ছিল কয়েকটি দেশের। আমিনুল বলেন, “বেশ কয়েকটি দেশের মত ছিল যে বাংলাদেশ যদি শেষপর্যন্ত না খেলে, তা হলে ওয়াকওভার দেওয়া হবে। অন্য কোনও দেশকে নেওয়া হবে না। তাদের মধ্যে ভারতও ছিল। তাদেরও সেই মত ছিল। পাকিস্তান আমাদের হয়ে জোরাল সওয়াল করেছিল। তারা মনে করেছিল আমাদের দাবি সঠিক।”আমিনুলের দাবি অনুযায়ী, ভারত চায়নি বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হোক। তবে এই বিষয়ে সরাসরি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কিছু বলেনি। তারা পুরো বিষয়ের ভার আইসিসির উপর দিয়েছিল। শেষপর্যন্ত আইসিসি বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে খেলার অনুমতি দেয়।বিশ্বকাপে না খেলার সিদ্ধান্ত কার, তা নিয়ে উল্টো সুর শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশের সরকার ও বোর্ডের মধ্যে। গত ২২ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছিলেন, “আমরা আশা করছি, আইসিসি আমাদের শ্রীলঙ্কায় খেলার অনুমতি দেবে। আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বাংলাদেশ ভারতে খেলতে যাবে না। আমাদের চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে।” এই কথা থেকে স্পষ্ট যে, বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের সরকার নিয়েছিল। পরে ক্রিকেট বোর্ডের কর্তা ও ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠক করেন নজরুল। সেই বৈঠকের পর ক্রিকেটারদের সূত্রে জানা গিয়েছিল, বাংলাদেশ সরকার আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছিল যে, ভারতে তারা খেলতে যাবে না। ক্রিকেটারদের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়নি।সেই কথা থেকে সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ‘ক্রিকবাজ’ জানিয়েছে, সম্প্রতি সাংবাদিকেরা নজরুলকে প্রশ্ন করেছিলেন, বিশ্বকাপে খেলতে না পারার আক্ষেপ হচ্ছে কি? জবাবে নজরুল বলেন, “আক্ষেপের কোনও প্রশ্নই নেই। এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও ক্রিকেটারেরা নিয়েছিল। দেশের ক্রিকেট, সাধারণ মানুষ, দেশের সম্মান রক্ষা করার জন্য স্বার্থত্যাগ করেছে ক্রিকেটারেরা।”উল্টে আমিনুলও সাক্ষাৎকারে এই সিদ্ধান্ত সরকারের উপর চাপিয়েছেন। তিনি বলেন, “এই সিদ্ধান্ত সরকারের ছিল। আমার মনে হয়েছে, সরকারকে সমর্থন করা আমার কর্তব্য। ব্যক্তিগত ভাবে খারাপ লাগলেও সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছি। কারণ, সিদ্ধান্তটা ক্রিকেটের ছিল না। আরও উপর থেকে এসেছিল। তবে যতটা ক্ষতির আশঙ্কা ছিল, তা হয়নি।”বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আর বেশি দেরি তাঁরা করতে পারতেন না বলেই জানিয়েছেন আমিনুল। তিনি বলেন, “নিরাপত্তার আশঙ্কাটাই সবচেয়ে বড় কারণ। আমার মনে হয়, সিদ্ধান্ত বিবেচনার সুযোগ সরকারের কাছেও আর ছিল না। কারণ, সেখানে খেলোয়াড়, সাংবাদিক, দর্শকদের সুরক্ষার বিষয় ছিল। তাই সিদ্ধান্ত নিতেই হত।”

আমেরিকাকে হারিয়ে ভারতকে হুঁশিয়ারি ‘স্টেনগান’ উল্লাস করা পাক ব্যাটারের

ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে হুঙ্কার দিলেন পাকিস্তানের ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার মাটিতে আমেরিকাকে ৩২ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান। ম্যাচের সেরা হয়েছেন ফারহান। তিনি এখন থেকেই হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নেওয়ার সময় ধারাভাষ্যকার ওয়াসিম আক্রম ফারহানকে জিজ্ঞাসা করেন, ভারত ম্যাচ নিয়ে তাঁরা কী ভাবছেন। জবাবে ফারহান বলেন, “আমরা ভারতের বিরুদ্ধে এর আগের ম্যাচগুলোতে যে রকম আক্রমণাত্মক মানসিকতা নিয়ে খেলেছি, রবিবারও সেই রকম মানসিকতা নিয়েই নামব। এশিয়া কাপেও সেটাই করেছিলাম। ইতিবাচক থাকব। আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলব।”

ফারহান এশিয়া কাপের প্রসঙ্গ তুললেও সেখানে তিনটি ম্যাচেই হেরেছিল পাকিস্তান। তার মধ্যে ফাইনালও ছিল। একমাত্র ফাইনালেই যা লড়াই করেছিল তারা। আগের দুই ম্যাচে আরাম করে ম্যাচ জিতেছিল ভারত। যদিও ফারহান তিনটি ম্যাচেই ভাল খেলেছিলেন। প্রথম ম্যাচে অল্পের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া হলেও পরের দুই ম্যাচে তা করেছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে অর্ধশতরানের পর তাঁর বন্দুক চালানোর কায়দায় ‘স্টেনগান’ উল্লাস নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। ভারতীয় সমর্থকেরা সমালোচনা করেছিলেন। ফারহানের শাস্তির দাবিও উঠেছিল। তার ঠিক আগে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা ও ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর জেরে দু’দেশের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল। ফলে ফারহানের উল্লাস নিয়ে বিতর্ক আরও বেড়েছিল। সেই ফারহান এ বার হুঁশিয়ারি দিলেন ভারতকে।

বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে পাকিস্তান সরকার জানিয়ে দেয়, প্রতিযোগিতায় নামলেও ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে না তারা। পরের আট দিন জল অনেক দূর গড়ায়। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ক্রিকেট বোর্ড পাকিস্তানকে খেলার অনুরোধ করে। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আইসিসি। সম্প্রচারকারী সংস্থাও পাক বোর্ডের উপর চাপ বাড়ায়। অবশেষে সোমবার রাতে পাকিস্তান সরকার জানিয়ে দেয়, ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। আগামী রবিবার সেই ম্যাচের পাঁচ দিন আগে থেকেই উত্তপ্ত হয়ে শুরু করেছে পরিস্থিতি।

জোড়া সুপার ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হার আফগানিস্তানের, নাটকীয় ম্যাচে জলে গেল কেকেআরের প্রাক্তন গুরবাজের লড়াই

দু’বার জেতার সুযোগ পেয়েছিল আফগানিস্তান। কিন্তু দু’বারই সেই সুযোগ হারাল তারা। সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হল তাদের। জোড়া সুপার ওভারে আফগানিস্তানকে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। অহমদাবাদের মাঠে প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। টান টান খেলায় শেষপর্যন্ত আফগানিস্তান ১৮৭ রানে অল আউট হয়ে যায়। ফলে খেলা গড়ায় সুপার ওভারে। সেটিও টাই হয়। ফলে দ্বিতীয় সুপার ওভার হয়। সেখানে ম্যাচ জিতে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। জলে গেল কেকেআরের প্রাক্তন ক্রিকেটার রহমানুল্লা গুরবাজের লড়াই। রান তাড়া করতে নেমে ৪২ বলে ৮৪ রান করে দলের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তা কাজে এল না। হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়তে হল গুরবাজকে।নাটকের শুরু আফগানিস্তানের ইনিংসের শেষ ওভারে। ৬ বলে দরকার ছিল ১১ রান। পড়ে গিয়েছিল ৯ উইকেট। প্রথম বলেই নুর আহমেদকে আউট করেন কাগিসো রাবাডা। গোটা দক্ষিণ আফ্রিকা দল যখন জয়ের উল্লাস করছে, তখন আম্পায়ার হাতের ইশারায় দেখিয়ে দেন,নো বল করেছেন রাবাডা। ফলে জীবন পান নুর। ওভারের দ্বিতীয় বলে ছক্কা মারেন নুর। পরের বলে আরও দু’রান আসে। আরও একটি নো বল করেন রাবাডা। ফলে ৩ বলে দরকার ছিল ২ রান। চতুর্থ বলে দ্বিতীয় রান নিতে গিয়ে রান আউট হন ফজলহক ফারুকি। দু’রান নেওয়া উচিত ছিল তাঁর। কিন্তু দৌড়োতে কিছুটা দেরি করেন তিনি। শেষমুহূর্তে ডাইভও দেননি। দু’বল বাকি থাকতে আফগানিস্তান আউট হওয়ায় খেলা গড়ায় সুপার ওভারে।আফগানিস্তানের হয়ে ব্যাট করতে নেমে আজমাতুল্লা ওমরজাই ভাল ব্যাট করেন। ৬ বলে ১৭ রান করে আফগানিস্তান। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ বলে দরকার ছিল ৭ রান। ফারুকির সেই বলে ছক্কা মেরে সুপার ওভার টাই করে দেন ট্রিস্টান স্টাবস। ফলে দ্বিতীয় সুপার ওভার হয়। সেখানে প্রথমে ব্যাট করে ২৪ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। মনে হচ্ছিল, আফগানিস্তান হেরে যাবে। কিন্তু তা-ও লড়াই ছাড়েননি গুরবাজ। চার বলে ২৪ রান করতে হত। তিন বলে তিনটি ছক্কা মারেন তিনি। কিন্তু শেষ বলে আউট হয়ে যান। কাছে এনেও দলকে জেতাতে পারলেন না তিনি।তবে সুপার ওভারে আফগানিস্তানের পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। দু’বার বল হাতে দেখা গেল ফারুকি ও ওমরজাইকে। দলের অধিনায়ক রশিদ বল করলেন না। নুরকেও বল দেওয়া হল না। যে আফগানিস্তানের স্পিন প্রধান শক্তি তারা কেন পেসারদের উপর ভরসা দেখালেন। পাশাপাশি যখন ২৪ রান দরকার তখন সেরা ফর্মে থাকা গুরবাজকে না নামিয়ে নামানো হল মহম্মদ নবিকে। তিনি দু’বল নষ্ট করে আউট হলেন। গুরবাজ যদি সেই দু’টি বল পেতেন তা হলে হয়তো খেলার ফল অন্য রকম হত।নির্ধারিত ৪০ ওভারেও বার বার বদলে গেল খেলার ছবি। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অধিনায়ক এডেন মার্করাম (৫) রান না পেলেও কুইন্টন ডি’কক ও রায়ান রিকেলটন ১১৪ রানে জুটি গড়েন। দুই ব্যাটারই অর্ধশতরান করেন। তাঁদের সমস্যায় ফেলতে পারছিলেন না আফগান বোলারেরা। কিন্তু রশিদ খান এসে খেলা ঘোরান। একই ওভারে ডি’কক (৫৯) ও রিকেল্টনকে (৬১) আউট করেন তিনি। সেখানেই খেলা ঘুরে যায়।ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ও ডেভিড মিলার শুরু পেলেও বড় রান করতে পারেননি। ব্রেভিস ২৩ ও মিলার ২০ রান করেন। রান পাননি ট্রিস্টান স্টাবসও (১)। পর পর উইকেট হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার রান তোলার গতি কমে যায়। ফলে একটা সময় যেখানে মনে হচ্ছিল ২২০-২৩০ রান হবে, সেখানে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান করে তারা।জবাবে একাই লড়েন গুরবাজ। বাকিরা ব্যর্থ হলেও এক দিকে ঝোড়ো ইনিংস খেলেন তিনি। পেসার, স্পিনার কাউকে রেয়াত করেননি গুরবাজ। ৪২ বলে ৮৪ রান করেন তিনি। মারেন চারটি চার ও সাতটি ছক্কা। কিন্তু খারাপ সময়ে আউট হন তিনি। আউট হওয়ার পর গুরবাজকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কতটা হতাশ তিনি।শেষ দিকে ওমরজাই, রশিদ ও নুর লড়াই করেন। পর পর উইকেট পড়লেও হাল ছাড়েননি তাঁরা। শেষ ওভারে রাবাডার ভুলে ম্যাচ প্রায় হারতে বসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে শেষপর্যন্ত স্বস্তি পেলেন মার্করাম। স্বস্তি পেল দক্ষিণ আফ্রিকা। আর চলতি বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ভাল খেলার সাক্ষী থাকলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

বানরের উৎপাতে দিশেহারা কাঁঠালিয়ার বাসিন্দারা

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি: বানরের উৎপাত দিন দিন বেড়েই চলেছে কাঁঠালিয়া এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, হঠাৎ করে দলবদ্ধভাবে বানর এসে বাড়িঘরে ঢুকে পড়ছে এবং ব্যাপক তাণ্ডব চালাচ্ছে।

এলাকাবাসীর দাবি, খাবারের সামগ্রী থেকে শুরু করে ঘরের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিছুই নিরাপদ থাকছে না। রান্নাঘরে রাখা খাবার, ফলমূল, এমনকি সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্যও নষ্ট করে দিচ্ছে বানরের দল। শুধু তাই নয়, ঘরের টিনের ছাউনি উপড়ে ফেলা ও ভেঙে ফেলার ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ। এতে করে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের বাইরে বের হতে ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকেরা। বানরের আকস্মিক আক্রমণের আশঙ্কায় অনেকেই ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এলাকাবাসীরা প্রশাসনের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। বন দপ্তরের হস্তক্ষেপে বানরগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া বা উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তারা। সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

রাবার বাগানে নাশকতার আগুন, বিশ্রামগঞ্জ ননজলায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি: নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল এক রাবার চাষীর বাগান। বুধবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জের ননজলা এলাকায় আইটিআই কলেজের পেছনে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জানা যায়, আচমকাই রাবার বাগানে আগুন জ্বলে উঠতে দেখে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বাগানের একাংশে। এতে প্রায় ৭০টি রাবার গাছ পুড়ে যায় বলে সংবাদমাধ্যমকে জানান ক্ষতিগ্রস্ত রাবার চাষী বিকাশ দত্ত। তিনি দাবি করেন, এটি নাশকতার ফলেই ঘটেছে।

তবে স্থানীয়দের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে পাশেই থাকা আইটিআই কলেজ এবং বাগানের বাকি অংশ। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। নাশকতার অভিযোগ ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষী দোষীদের শনাক্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

আজ বুধবার সচিবালয়ে নরেশ চন্দ্র দেববর্মাকে ২০২৬ সালের পদ্মশ্রী পুরস্কারের জন্য মনোনীত করায় অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, ককবরক ভাষার সংরক্ষণ ও প্রচারে নরেশ চন্দ্র দেববর্মার বিশাল জ্ঞান, আজীবন নিষ্ঠা এবং অমূল্য অবদান সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐতিহ্য রক্ষায় তাঁর প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

রাজ্য সরকার আগরতলার গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজকে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডেন্টাল কলেজে পরিণত করতে চায়: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি: একজন চিকিৎসককে প্রতিনিয়ত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে নিজেকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। চিকিৎসক হিসেবে যে যত বেশি চ্যালেঞ্জ নিয়ে চিকিৎসা করবে তিনি ততো বেশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক হতে পারবেন। ছাত্রছাত্রীদেরও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে নিজেকে আপ টু ডেট রাখতে হবে। চিকিৎসা বিদ্যায় শেখার শেষ নেই, জানারও শেষ নেই। আজ আগরতলার মুক্তধারা অডিটরিয়ামে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এবং আইজিএম হাসপাতালের উদ্যোগে ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ বর্ষের নবাগত ছাত্রছাত্রীদের নবীনবরণ উৎসব "সিনারজি" ১.০ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি কলেজের জুনিয়র ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের থেকে সিনিয়র ছাত্রছাত্রীদের সবসময় সম্মান দিয়ে চলতে হবে। ঠিক তেমনিই সিনিয়র ছাত্রছাত্রীদেরও তাদের থেকে জুনিয়র ছাত্রছাত্রীদের স্নেহ দিয়ে আগলে রাখতে হবে। সেই ক্ষেত্রে কলেজগুলিতে পড়াশোনার সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।

মুখ্যমন্ত্রী দন্ত চিকিৎসাবিদ্যার ব্যবহারিক নানা বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, ভালো দন্ত চিকিৎসক হতে হলে এনাটমি, ওরাল সার্জারি, ওরাল প্যাথোলোজি বিষয়ে ভালোভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এছাড়াও একটা ক্লিনিক্যাল আই থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পরীক্ষা পে চর্চায় ছাত্রছাত্রীদের সবসময় নিজেকে চাপ মুক্ত রেখে পড়াশোনায় নিয়োজিত থাকতে পরামর্শ দেন এবং শিক্ষার সাথে প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের আর্থিকভাবে দুর্বল মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা অতীতে রাজ্যের বাইরে গিয়ে বিডিএস পড়ার তেমন সুযোগ পেত না। বর্তমানে রাজ্যে গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজে বিডিএস কোর্স করার ৬৩টি আসন রয়েছে। রাজ্য সরকার আগরতলার গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজকে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডেন্টাল কলেজের পরিণত করতে চায়। এই কলেজের শিক্ষার পরিকাঠামো বৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় পিএম ডিভাইন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ডেন্টাল কোর্সের অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তাদের শিক্ষার পাশাপাশি চিকিৎসক হয়ে সব সময় নিজেদের সেবামূলক কাজে যুক্ত থাকার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজটি দন্ত চিকিৎসাবিদ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে সুনাম অর্জন করেছে। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাত্র ৯ মাসে রাজ্যে এই ডেন্টাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করে যাচ্ছেন রাজ্যকে একটি মেডিক্যাল এডুকেশন হাব হিসেবে গড়ে তুলতে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা এবং মেডিক্যাল এডুকেশন দপ্তরের অধিকর্তা ডা. হরপ্রসাদ শর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডা. শালু রায়। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক ইনচার্জ ডা. পূজা দেবনাথ। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

বাড়ি থেকে জল এনে মিড ডে মিল রান্না, চরম পানীয় জলের সংকটে বাঁশ তলী জুনিয়র মাদ্রাসা

চড়িলাম, ১১ ফেব্রুয়ারি: পানীয় জলের মারাত্মক সংকটে চরম ভোগান্তির ছবি উঠে এলো চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন বাঁশ তলী জুনিয়র মাদ্রাসা স্কুলে। বছরের পর বছর ধরে বিদ্যালয়টিতে পানীয় জলের তীব্র অভাব থাকায় পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে জল এনে ছাত্রছাত্রীদের জন্য মিড ডে মিলের খাবার রান্না করতে হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, আশ্চর্যের বিষয় হলো বিদ্যালয়ের ঠিক পাশেই একটি পানীয় জলের মেশিন বসানো হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই মেশিন চালানোর জন্য কোনো অপারেটর নিয়োগ করা হয়নি। ফলে মেশিন থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে পানীয় জলের সংকট কাটেনি।

শুধু তাই নয়, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পানীয় জলের এই সমস্যা চলে আসছে বলে অভিযোগ। এর পাশাপাশি আরও এক বড় সমস্যা সামনে এসেছে। প্রায় এক বছর আগে ঝড়ে বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল রান্নাঘরের টিনের ছাউনি উড়ে যায়। দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও এখনও সেই টিন লাগানো হয়নি। এর ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টির মধ্যেই চরম অসুবিধার মধ্যেই রান্নার কাজ করতে হয় কুক কাম হেল্পারদের।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পানীয় জলের এই সংকটের বিষয়টি একাধিকবার চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শক উত্তম কুমার দত্ত এবং ডি ডব্লিউ এস দপ্তরকে জানানো হয়েছে। কিন্তু তারপরেও সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কেউ এগিয়ে আসেননি বলে অভিযোগ।

বর্তমানে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ২০ জন ছাত্রছাত্রী এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। পানীয় জল না থাকায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং কুক কাম হেল্পার সকলেই প্রতিদিন চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ জাকির হোসেন এবং টিচার ইনচার্জ আমির হোসেন জানান, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের কথা ভেবে দ্রুত বিদ্যালয়ে পানীয় জলের স্থায়ী ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। সংবাদ

মাধ্যমের মাধ্যমে তাঁরা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যাতে অতি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হয় এবং শিশুদের ন্যূনতম অধিকার নিশ্চিত করা যায়।

আইজিএম হাসপাতালে চোখের ছানি অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দৃষ্টিশক্তির সমস্যায় আক্রান্ত মানুষদের ভরসার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে আইজিএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগ। গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ আইজিএম হাসপাতালে আধুনিক পদ্ধতিতে মোট ১০ জনের বিনামূল্যে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।

এই অস্ত্রোপচারে ছিলেন আইজিএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শিউলি দাসচক্ষু বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক ডাঃ শতরূপা দাসনার্সিং অফিসার ছিলেন নূপুর চক্রবর্তী, শিপ্রা ঘোষ, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, নিতুরাণী দেববর্মা এবং ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট বৈশালী দেবনাথ সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ।

এই অস্ত্রোপচারে সকল রোগীদের প্রয়োজনীয় চোখের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর প্রত্যেককেই বিনামূল্যে সকল প্রকার ওষুধ প্রদান করার পাশাপাশি তাদের প্রত্যেককে কালো চশমাও দেওয়া হয়। হাসপাতাল থেকে তাদের আজ ছুটি দেওয়া হয়।

চুরি হওয়া সামগ্রীসহ দুই নেশাকারবারী আটক, পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ ফেব্রুয়ারি: চুরি হওয়া স্বর্ণের আংটি বিক্রি করে নেশাসামগ্রী কিনতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ল দুই নেশাকারবারী। ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ী এলাকার সাঁচীরাম বাড়িতে।

জানা যায়, অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি শান্তিরবাজারের বাসিন্দা সুজিত পাটারীর বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে সেখান থেকে একটি স্বর্ণের আংটি চুরি করে নিয়ে যায়। পরে তারা জোলাইবাড়ীর এক অটোচালকের কাছে আংটিটি বিক্রি করে দেয় বলে অভিযোগ। সেই টাকায় নেশাসামগ্রী কেনার উদ্দেশ্যে সাঁচীরাম বাড়ি এলাকায় গেলে বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসে।

ঘটনার খবর পেয়ে এলাকাবাসী দ্রুত দুইজনকে আটক করে জোলাইবাড়ী ফাঁড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ অভিযুক্তদের আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয়দের দাবি, সঠিকভাবে তদন্ত করা হলে এ চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও নেশাকারবারীদের খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রাজ্যপালের সাথে আসাম রাইফেলস"র আইজি"র সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি: আজ সন্ধ্যায় লোকভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লুর সঙ্গে আসাম রাইফেলস"র আইজি মেজর জেনারেল ইন্দ্রজিৎ সিং ভিন্দার এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ধর্মনগর পুরপরিষদের উদ্যোগে উচ্ছেদ অভিযান, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার আশ্বাস বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি: ধর্মনগর শহরের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের রোজগারের একমাত্র অবলম্বন ছোট ছোট দোকান ভাঙচুর করে উচ্ছেদ করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। সম্প্রতি ধর্মনগর পুরপরিষদের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযানে বহু দোকান ভেঙে ফেলা হয়। এতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বুধবার উচ্ছেদ হওয়া দোকানের ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন করেন সিপিআইএম নেতৃবৃন্দ।

এদিনের পরিদর্শন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তথা সিআইটিইউ রাজ্য নেতৃত্ব অমিতাভ দত্ত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হকার্স ইউনিয়নের ধর্মনগর মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুশেন পাল, সিআইটিইউ ধর্মনগর মহকুমা কমিটির সম্পাদক জহরুল হক, সভাপতি নিরঞ্জন দেবনাথ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।নেতৃবৃন্দরা ধর্মনগর পূর্ব বাজার, বিবিআই স্কুলের সামনের রাস্তার পার্শবর্তী এলাকা সহ শহরের বিভিন্ন উচ্ছেদ হওয়া স্থান ঘুরে দেখেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন।

অনেক ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, পূর্ব নোটিশ ছাড়া শুধু মৌখিক ভাবে জানিয়ে হঠাৎ করে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে, ফলে তাঁরা মালপত্র সরিয়ে নেওয়ারও পর্যাপ্ত সময় পাননি। বহু দোকানের মালপত্র নষ্ট হয়েছে লুটপাট ও হয়েছে বলে দাবি করেন তাঁরা।পরিদর্শন শেষে অমিতাভ দত্ত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "এই ধরনের ভাঙচুর মোটেই কাম্য নয়। এটি সম্পূর্ণ অমানবিক পদক্ষেপ। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবন-জীবিকা নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা যায় না।" তিনি আরও বলেন, শহরকে সুন্দর করার নামে যদি সাধারণ মানুষের পেটের ভাত কেড়ে নেওয়া হয়, তবে তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।অমিতাভ দত্ত রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

পাশাপাশি যেসব দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের পুনরায় বসার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, প্রশাসন যদি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না করে, তবে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তাঁরা।হকার্স ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবসায়ীরা পুরপরিষদে কর ও অন্যান্য ফি প্রদান করে আসছিলেন। হঠাৎ করে উচ্ছেদ অভিযানে তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পরিবার-পরিজন নিয়ে অনেকেই দিশেহারা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।

অন্যদিকে, উচ্ছেদ নিয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে শহরবাসীর একাংশের মতে, পরিকল্পিত পুনর্বাসন ছাড়া এ ধরনের অভিযান সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলেছে।ধর্মনগরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যৎ এখন প্রশাসনের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। ক্ষতিপূরণ ও বিকল্প পুনর্বাসনের দাবি রাজ্য সরকার কত দ্রুত বাস্তবায়িত করে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

তেলিয়ামুড়ায় কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি: খাদ্য ও জনসংভরণ এবং ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় তেলিয়ামুড়া এগ্রি রেগুলেটরি মার্কেট প্রাঙ্গণে আজ থেকে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়া চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২০২৫-২০২৬ খারিফ মরশুমে প্রতি কেজি ধানের সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২৩ টাকা ৬৯ পয়সা। তেলিয়ামুড়া কৃষি মহকুমার অন্তর্গত কৃষকদের কাছ থেকে এই কেন্দ্রে ধান সংগ্রহ করা হবে। দুই দিনে মোট ২৩০ মেট্রিক টন ধান সহায়ক মূল্যে ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে ধান ক্রয় কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মধুসূদন রায়, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর এবং পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুজিত দাস। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া কৃষি মহকুমা কার্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক রিতেশ দে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডেপুটি কালেক্টর প্রদীপ কুমার সরকার। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার বলেন, রাজ্য সরকারের সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কর্মসূচি কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা ও স্বাবলম্বী হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

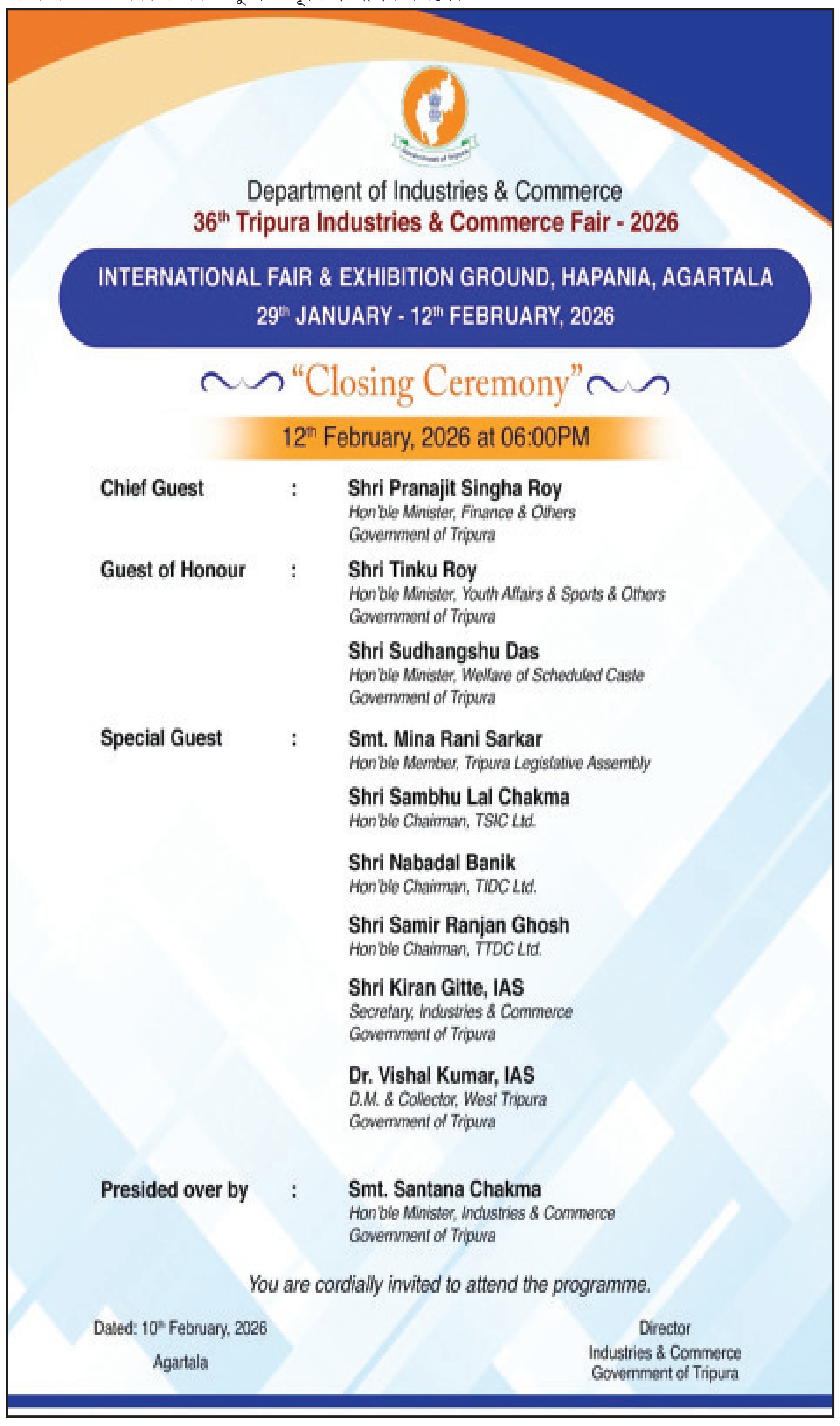

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas